আ লো চ না দ লি ল

শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পাঠ্যসূচীর রূপরেখা

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ

আলোচনা দলিল

শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পাঠ্যসূচীর রূপরেখা

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ
১৬, মহাত্মা গান্ধী মার্গ, আই. পি. এস্টেট
নয়াদিল্লি—১১০ ০০২

এন সি টি ই ডকুমেন্ট ৯৬/৭

প্রকাশনা সহায়ক

রীতা কালরা সোহন স্বরূপ শর্মা

জি. সোমশেখর

প্রচ্ছদ : জে. এম. এস. রাওয়াত

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ অনূদিত এবং ২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০১৯, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত। অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে ক্যালকাটা ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬১বি পাম এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০১৯।

সূচী

মুখবন্ধ

স্মরণাতীত কাল থেকেই শিক্ষকতা এক আদর্শ বৃত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, কোন জাতি তার শিক্ষকদের গুণগত মানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। আসলে, শিক্ষকদের শিক্ষাগত এবং পেশাগত দক্ষতার উপরই নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত সামর্থ্যের স্তর ও মান। আর, সেই হিসাবেই শিক্ষককে বলা হয় সত্যিকারের মানুষ গড়ার কারিগর।

শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আজ আর কেউই অস্বীকার করেন না। শিক্ষক প্রশিক্ষণের নানা পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আজ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণের প্রথম এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল প্রশিক্ষণের একটি সুষ্ঠু, সুপরিকল্পিত, সর্বাঙ্গসুন্দর পাঠক্রম। এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। তবে, পাঠক্রমের মূল তিনটি বিষয় সম্পর্কে সকলেই সজাগ আছেন বলে আমরা মনে করি। এগুলি হল—

(১) সাধারণভাবে পাঠদানের বিভিন্ন পন্থা- পদ্ধতি, কলাকৌশল।

(২) বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক (Content based) দক্ষতা ও আলোচনা।

এবং

(৩) বিষয়ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতির সঠিক বাস্তব প্রয়োগ।

কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য অবশ্য শিক্ষা সহায়ক নানা উপকরণের (Teaching-learning materials) ব্যবহার সম্পর্কেও পাঠক্রম সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের পাঠক্রম সংক্রান্ত একটি আলোচনার দলিলের নিছকই বঙ্গানুবাদ বর্তমান প্রকাশনা। এই দলিলে শিক্ষক-শিক্ষণের উপরোক্ত বিষয়গুলিসহ সমস্ত খুঁটিনাটি দিক্‌গুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত আছে। অনুবাদকে ভাষাভিত্তিক না করে যতটা সম্ভব ভাবাশ্রয়ী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আগ্রহী বলে আমরা মনে করি। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াস কতটা সার্থক সে বিচারের ভার তাঁদেরই উপর। আমরা শুধু তাঁদের মতামত ও সেই অনুযায়ী পুস্তকের পরবর্তী সংশোধন, সংযোজনের অপেক্ষায় রইলাম।

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও
প্রশিক্ষণ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ

প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা স্বাধীন ভারতে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝেছিলেন। একটি দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার আকৃতি, প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। সংবিধান প্রণয়ণের ১০ বছরের মধ্যে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা সংগঠিত প্রয়াস সত্ত্বেও আজও পূরণ হয়নি। ভর্তি এবং পড়াশোনা চালানোর বিচারে প্রাথমিক শিক্ষার ধারাবাহিক বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা জাতির কাছে এখনও গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে। পাশাপাশি, ৬-১৪ বছরের প্রত্যেক শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার এবং সুযোগের সমতাদান, গুণগত উৎকর্ষ এবং প্রাসঙ্গিকতা সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টভাবেই, বিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষ শিক্ষকের উৎকর্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কেতাবী ও পেশাগত উভয় দিক থেকেই। প্রায় ১০ লক্ষ বিদ্যালয়ে ৪৪ লক্ষের বেশি শিক্ষক নিয়ে গুণগত পরিবর্তন আনার কাজ অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষক শিক্ষণের গুণমানের উন্নতির জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৮ সালে, 'শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী — একটি কাঠামো'— এই দলিলে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যত পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে এই দলিলের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হয় ১৯৭৮ সালের দলিল অনুসরণ করে চলেছে নয়তো পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের যথেষ্ট পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করেনি।

কোন সংশোধন ও রূপান্তর ছাড়া কোন পাঠ্যসূচীর দুই দশক কার্যকরী থাকা যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা ক্রমশ এই বিষয় অনুভব করছেন যে, প্রাক্-সেবাকালীন ও সেবাকালীন উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রস্তুতির কাজে নতুনভাবে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য, তার কাঠামো, প্রকৃতি এবং কর্মসূচীর বিষয়বস্তুকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পরিবর্তনশীল সামাজিক,

সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন, যেমন যোগাযোগ, প্রযুক্তি এবং তার ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী চেতনার প্রকাশের প্রভাব শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর উপর পড়ে। ভবিষ্যতের শিক্ষকদের তাঁদের দক্ষতার সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে, এটা রীতিমত বাস্তব।

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্যদ (এন সি টি ই) বর্তমানে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষক এবং শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণে পাঠ্যসূচী প্রণয়নের নীতি গ্রহণের জন্য আলোচনা শুরু করেছিল। এই আলোচনার ফলে যা বেরিয়ে আসে তা হল, সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি চিহ্নিত করে আলোচ্য দলিলে তা অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে একটি পাঠ্যসূচীর কাঠামো গড়ার জন্য জাতীয় স্তরে বিতর্কের ভিত্তি তৈরী করা যায়। শিক্ষক তৈরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে আসার সুযোগ আছে। আলোচনার মূল সুর অবশ্যই পরিস্থিতির প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা, কর্মসূচির ধরণ, ব্যবহারিক কাজসহ পরিচালন নীতিকে কেন্দ্র করেই হবে। আবার, আলোচনা শিক্ষা এবং সমষ্টি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ এবং বিকাশমান অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বিষয়বস্তু যেমন, শিক্ষাদানের বিষয়, ছাত্রদের শিক্ষা এবং ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদিকে সমকালীন পরিস্থিতির চিন্তা এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং আঞ্চলিক ও সমগ্র জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক বহুত্বের গভীরে তার শিকড় থাকবে। নতুন নতুন কৌশল, প্রযুক্তি, দক্ষতা বিকাশ, জ্ঞানের উন্নতি ও স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষার সামর্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

জাতির সামনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে সমস্ত মানুষকে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার দেওয়া। দারিদ্র্য, জনসংখ্যা এবং সংখ্যালঘু সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সামাজিক বাস্তবতার সার্বিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষকদের বিচারে রাখতে হবে। বিকাশ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়মিত বিকশিত, শক্তিশালী ও নবীকরণ করতে হবে। শিক্ষকদের সামর্থ্য ও ক্ষমতা বাড়াবার জন্য মানবাধিকার, নারীদের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং শিশুদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার উৎকর্ষ সুনিশ্চিত করতে এবং তার ফলশ্রুতিতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের পেশাগত মানের উন্নতিবিধান প্রয়োজন। একদিকে পেশাগত শিক্ষক সংগঠন, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণা, সমীক্ষা এবং উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে কার্যকরী অবদান রাখা প্রয়োজন।

এই দলিল শিক্ষক শিক্ষণে এই উপাদানগুলির তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবে এবং তার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করবে। অধিকাংশ অংশই পাঠ্যসূচী, তার পরিচালন, সেবাকালীন শিক্ষা, বিকল্প ব্যবস্থার জন্য শিক্ষক তৈরী, বিশেষ প্রয়োজনের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য আরও কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসতে পারে এবং পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

দেশব্যাপী বিতর্ক ও আলোচনার পর নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের কাঠামো, শিক্ষক শিক্ষণের উন্নতি, ভবিষ্যত কর্মসূচীর রূপরেখা পাঠ্যসূচীর আরও বিকাশ এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষা পরিচালন নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির দিকনির্দেশিকার প্রশ্নে একটি জাতীয় মতৈক্য সৃষ্টি করবে। এটা কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সম্পদ ব্যবহারে নমনীয়তা এবং স্থানীয় উদ্যোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেবে।

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে প্রাথমিক অবস্থাতেই এই কাজে উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা যে কাজ করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এন সি টি ই কর্মীবৃন্দ এবং বিশেষ করে শ্রী এস কে গ্রোভার ও ডঃ কে ওয়ালিয়াকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিক্ষক শিক্ষণে পাঠ্যসূচির কাঠামো তৈরী করতে, জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্যদের কাজ যাতে বিভিন্ন ধ্যানধারণা এবং পরামর্শের সাহায্যে সহজ হয়ে উঠতে পারে; সেই উদ্দেশ্যে দলিলটি জাতীয়স্তরে বিতর্কের জন্য পরিবেশিত হল।

জে. এস. রাজপুত
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ

নয়াদিল্লি
অক্টোবর ২, ১৯৯৬

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ (এন সি টি ই) সংগঠিত বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় যে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মূল্যবান চিন্তাভাবনার অবদান রেখেছেন, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশিষ্ট ও প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণ খসড়া কমিটির সদস্য হতে সানন্দে সম্মত হয়েছেন। দলিলটির বর্তমান রূপ দিতে তাঁরা ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের ইচ্ছানুসারে, এই পর্যায়ে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না।

জে এস রাজপুত

নাম-সংক্ষেপ

B. Ed.	Bachelor of Education শিক্ষায় স্নাতক
CABE	Central Advisory Board of Education কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ
CBSE	Central Board of Secondary Education কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ
CET	Centre for Educational Technology শিক্ষাগত প্রযুক্তি কেন্দ্র
CIET	Central Institute of Educational Technology কেন্দ্রীয় শিক্ষাগত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান
CTE	College of Teacher Education শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
DIET	District Institute of Education and Training জেলা শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
DPEP	District Primary Education Programme জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী
EFA	Education for All সকলের জন্য শিক্ষা
IASE	Institute of Advanced Study in Education শিক্ষায় উন্নত অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান
IGNOU	Indira Gandhi National Open University ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
M.A.	Master of Arts.
MLL	Minimum Levels of Learning শিক্ষার ন্যূনতম স্তর
NCERT	National Council of Educational Research and Training জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং শিক্ষণ পরিষদ
NGO	Non Governmental Organisation. বেসরকারী সেবা সংস্থা

NIEPA	National Institute of Educational Planning and Administration জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠান
NPE	Natioal Policy on Education জাতীয় শিক্ষানীতি
OBC	Other Backward Classes অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী
PMOST	Programme of Mass Orientation of School Teachers বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গণমুখী কর্মসূচী
SC	Scheduled Caste তপশিলি জাতি
SCERT	State Council of Educational Research and Training রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদ
SIE	State Institute of Education রাজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
SIET	State Institute of Educational Technology রাজ্য শিক্ষা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান
SITE	Satellite Instructional Television Experiment উপগ্রহ নির্দেশক টেলিভিশন পরীক্ষা
ST	Scheduled Tribe তপশিলি উপজাতি
SUPW	Socially Useful Productive Work সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ
UEE	Universalisation of Elementary Education প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ
UGC	University Grants Commission বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা

১. প্রসঙ্গ

ভূমিকা

১.০১. শিক্ষক শিক্ষণের অবস্থা

সার্বিক প্রগতির জন্য উন্নত পর্যায়ের শিক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। এটা বাস্তবায়িত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকা বিভিন্ন স্তরে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও লালিত মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত উভয় শিক্ষারই প্রকৃতি ও কাজের রূপান্তরের নানাবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা এবং সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কে দিল্লি ঘোষণা, দেশের সামগ্রিক উন্নতি-নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার প্রসারের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সবার জন্য শিক্ষা এই দুটিরই গুরুত্ব আছে। উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ সন্তোষজনক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এর ফলে উৎকৃষ্ট শিক্ষক তৈরির কাজে শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বিগত দশকগুলিতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটিগুলি প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত উভয় শিক্ষাব্যবস্থার চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

অবশ্যই, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা একটাই শিলাস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫.৯ লক্ষ, মৌলিক পাঠক্রমের বিদ্যালয় বা এলিমেন্টারি স্কুলের সংখ্যা ১.৭ লক্ষ, উচ্চ/উচ্চতর বিদ্যালয় আছে ৯৫ হাজার। এর বিপরীতে, মৌলিক শিক্ষক তৈরীর জন্য ১২২১ শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরীর জন্য ৬৩৩টি শিক্ষাবিষয়ক মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ আছে। দেশে প্রায় ৪৪ লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে ২৯ লক্ষের কাছাকাছি প্রাথমিক বা মৌলিক স্তরের শিক্ষকতা করে থাকেন। এদের একটি বড় অংশ হয় প্রশিক্ষণ পাননি অথবা খুব নিম্নমানের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কোন কোন অঞ্চলে যেমন উত্তর পূর্ব ভারতে এমন শিক্ষকও আছেন যাদের শিক্ষাগত মান ন্যূনতম স্তরেরও নিচে। সেবাকালীন শিক্ষণের প্রসঙ্গে বলা যায়, অবস্থাটা খুবই শোচনীয়। হিসাব করে দেখা গেছে, সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ

সংগঠিতভাবে ৪০ শতাংশের বেশি শিক্ষককে দেওয়া যায় না। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা যায়, যদিও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বেশ কয়েকটি মডেল চালু আছে, কিন্তু শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মী তৈরীর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে অবশ্য শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চার বছরের সুসংবদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হয়েছে আঞ্চলিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়গুলিতে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এড (মৌলিক) এবং বি এড (বিশেষ শিক্ষা) কর্মসূচী চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষণে উন্নত পাঠক্রম তৈরী করার জন্য টাস্ক ফোর্স তৈরী করেছে এবং গ্রুপ রিপোর্ট এখন পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, শিক্ষক শিক্ষণ নিয়ে সবটাই ঠিকঠাক এবং ভালোভাবে চলছে না— এ ধারণাও কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে।

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি, যা ১৯৯২ সালে সময়োপযোগী করা হয়েছিল তা সেবাকালীন এবং প্রাক্‌সেবাকালীন অংশকে অবিচ্ছেদ্য ভেবেই শিক্ষক শিক্ষণকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি অন্যান্য বিষয়ের মত শিক্ষক শিক্ষণ সর্ম্পকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছে।

(ক) পেশাগত দায়বদ্ধতা এবং শিক্ষকের সামগ্রিক যোগ্যতা বেশি কাঙ্ক্ষিত।

(খ) শিক্ষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিকাশে প্রাক সেবাকালীন শিক্ষার মান অনুন্নত শুধু তাই নয়, বরং অবনতির লক্ষণ স্পষ্ট।

(গ) শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী প্রধানত প্রাক সেবাকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েই রচিত এবং সেবাকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা ও প্রথাসম্মত কর্মসূচীর অভাব পরিলক্ষিত।

জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে প্রায় ৪০০ টি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জেলা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। মৌলিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রাক-সেবাকালীন শিক্ষণ সংগঠিত করার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত। অন্যভাবে, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং শিক্ষকের উন্নত পঠনপাঠনের প্রতিষ্ঠানগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উচ্চ ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে নানা উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব নেয়। যাই হোক, এই প্রতিষ্ঠানগুলির গৃহীত কর্মসূচীসমূহের উৎকৃষ্ট মানের কর্মসূচী চালু করার জন্য নির্দেশিকা এবং সেগুলির নিরবচ্ছিন্ন তদারকি প্রয়োজন।

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ (এন সি টি ই) বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বর্তমান এবং শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়নে পরিষদ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৭৮ সালে শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী তৈরি করা এবং ১৯৮৮ সালে তার সংশোধন জাতীয় পরিষদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিচারে শিক্ষক শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ফলে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যদে শিক্ষক গঠনের কর্মসূচীতে

পরিবর্তন এসেছে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর মাধ্যমেই। যাই হোক, যেহেতু জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদের কোন বিধিসম্মত ক্ষমতা ছিল না, তাই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার কাজ বেশিদূর এগোয়নি। বর্তমানে যখন জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ একটি বিধিসম্মত সংস্থা হিসাবে গঠিত এবং শিক্ষা ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীও অপর্যাপ্ত, তখন পাঠ্যসূচী কাঠামো সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

১.০২. শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষকদের শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। শিক্ষক শিক্ষণের যে কোন পাঠ্যসূচী কোন সুনির্দিষ্ট সমাজের পরিবর্তনশীল শিক্ষা ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বশেষ বিচারে নিষ্ফলা হয়ে পড়ে।

১.০৩. শিক্ষক শিক্ষণ এবং জাতীয় ও সামাজিক লক্ষ্য

সঠিকভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা সাজিয়ে নেওয়া দরকার। যে কোন সমাজেই নানা উপাদান ও শক্তি সক্রিয় আছে যা শিক্ষা ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ উপাদান ও শক্তির চেয়েও শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলে। শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী যা এই 'বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপাদানের' সঙ্গে যথার্থভাবে তাল মেলাতে পারে না এবং যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় তা জনগণের আশা-আকাঙক্ষা পূরণ করতে পারে না। এই পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীও তৈরী করতে পারে না। শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী জাতীয় ও শিক্ষাগত লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন শিক্ষক শিক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তৈরী করে। সেই কারণে, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসাবে পাঠ্যসূচী পুনর্নবীকরণের পরিকল্পনা করা উচিত।

১.০৪. বহুত্ববাদী সমাজ ও জাতীয় সংহতি

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, নাগরিকদের সমান মর্যাদা, সুযোগ, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা, সবরকমের বৈষম্য দূর করা এই সবই হলো রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা।

এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে পশ্চাদপদ, অনগ্রসর এবং কূপমণ্ডুক বন্ধ্যা সমাজকে খোলামেলা, অগ্রসর যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল সমাজে রূপান্তরিত করতে হবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ (বহুত্ববাদী) সমাজে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যকে শক্তিশালী করতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে, দলিত ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী

মানুষের জীবনের উন্নতি করতে, মানুষের ব্যাপক অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করতে ভারতীয় জনজীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপন করা ও তাকে জানার ও বোঝার জন্য প্রশ্ন করার আগ্রহ জাগিয়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়ে এখনই মনোযোগ দেওয়া জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষকপ্রশিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

১.০৫. বৈচিত্র্যময় সমাজে অবিমিশ্র পাঠ্যসূচী

বহুত্ববাদী ও বৈচিত্র্যময় সমাজে কোন একটি অনমনীয়, সুষম ও সাধারণ পাঠ্যসূচী চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা প্রার্থিত নয়। যখন সমাজ নিজেই বৈচিত্র্য ও বহুত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তখন একটি অবিমিশ্র পাঠ্যসূচী চাপিয়ে দিয়ে সমাজকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার বিপদ কখনও এড়ানো যায় না। এই পরিস্থিতি, শিক্ষক শিক্ষণের গোচরে রাখতে হবে। ভারতীয় বাস্তবতার দাবি হলো, জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যের উন্নতি সাধনে বৈচিত্র্যের ব্যবহার।

১.০৬. রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রকৃতি

ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যদিও ভারতীয় সমাজ ধর্মীয়। রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে রাজনীতির প্রকৃতির দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। সামগ্রিক শিক্ষা ও তার অংশ হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষকমণ্ডলীর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিকাশ ঘটাতে অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। এই শিক্ষকরাই আবার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ঐ চেতনার বিকাশ ঘটাবেন।

১.০৭. মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কয়েকটি সমস্যার এখনই সমাধান জরুরি এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ বোঝাপড়া অত্যন্ত প্রয়োজন। মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা একটি কার্যকরী উপায়। শিক্ষার বৃত্তিমুখীত্ব এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজের অন্তর্ভুক্তিকরণকে অর্থবহ দিকনির্দেশ করতে হবে। 'কায়িক পরিশ্রম' সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তন জরুরি। শ্রমের মর্যাদা ও কর্মী হিসাবে নৈতিকবোধ সঞ্চারিত করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে এটা পরীক্ষা করতে হবে যে, শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচীকে কীভাবে সংশোধিত করা যেতে পারে— যাতে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানের প্রয়োজনে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির বিকাশ ঘটানো যায়।

১.০৮. গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসা এবং শিক্ষিত যুবকের বিচ্ছিন্নতা

গ্রামীণ শিক্ষিত যুবকদের শহরে চলে আসার প্রবণতা শুধু জনসংখ্যার ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে শহরে জনস্ফীতি বাড়ায় তাই নয়, এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় দক্ষ,

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত মানুষ কমে যায়। গ্রামীণ সমাজে শিক্ষার সুফল ফলতে পারে না। শহরে এই শিক্ষিত মানুষেরা নতুন, তাই বেকারি, নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, গ্রহণযোগ্যতা এবং বসবাসের সমস্যার মুখে পড়ে, ফলে প্রচণ্ডভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শহর-কেন্দ্রিক। শিক্ষকেরা প্রতিটি বিষয়েই যাতে গ্রামের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন এবং যুবকদের প্রয়োজনমত নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন সেজন্য শিক্ষণের পাঠ্যসূচী এবং পরিচালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে নতুন করে নজর দিতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃতি এখনও উপনিবেশবাদী থেকে যাওয়ায় প্রায়ই বহু যুবক-যুবতী এই সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা তাদের পরিবার, সমাজ, সামাজিক সংস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই বিচ্ছিন্নতা, নৈরাজ্যবাদ ও বিপজ্জনক ব্যবহারের জন্ম দেয়, ফলে একদিকে ধ্বংসাত্মক ঝোঁক বেড়ে চলে, অন্যদিকে জীবন আরও বেশি একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে। শিক্ষা এ ধরণের এক প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করেছে যার জরুরি সমাধান অত্যন্ত প্রয়োজন।

১.০৯. বেকারি

দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতে যুবকরা বেকার থাকছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিগত বিভাগটি আরও মসৃণ করা প্রয়োজন। এজন্য, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণে বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন।

১.১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতা

ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা দেশে "ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্য পূরণে" চেষ্টা করার জন্য গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারা একটা পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে ব্যক্তির এবং তার স্বাধীনতার উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখা হবে। কিন্তু বেশি নিয়ন্ত্রণ মানুষকে উদ্যোগহীন ও সৃজনীশক্তিহীন করে তোলে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার লাগামহীন স্বাধীনতা সবসময় দায়িত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত আচার আচরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। যথার্থ শিক্ষার অভাবে এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু আংশিক সাফল্যই অর্জিত হতে পারে। 'শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী যাতে মালিকানা সুলভ ঝোঁকগুলিকে আটকানো যায় এবং সমস্যা সমাধানে গঠনমূলক ও সৃজনশীল দিকগুলি অবাধ করা যায়'—সেভাবে পরিমার্জন সম্ভব কিনা তা আলোচনা প্রয়োজন।

১.১১. সমতার দর্শন এবং শিক্ষক শিক্ষণে তার বিস্তার

ভারতের মতো যে কোন পুরোহিততন্ত্রী সমাজে সমতার কথা দর্শনগতভাবে ঘোষিত হলেও বাস্তবে তা অর্জন ও অনুশীলন দূর অস্ত। সমতা বা সাম্যের নির্যাস

সকলের প্রতি অভিন্নতা, সম-ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত থাকে না। সমতা, তাই দাবি করে এক সংশয়হীন পক্ষপাতমূলক ব্যবহার। এটা একটা প্রক্রিয়া। ভারতীয় শিক্ষককে সমতার দর্শন সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্পষ্ট ধারণা এবং পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে যাতে এটা গ্রহণযোগ্য হয়। তাই শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে সমতার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে (অভিন্নতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে নয়) স্পষ্টভাবে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

বাস্তবে দেখা যায় মেয়েদের একটা বড় অংশ স্কুলে যায় না। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই বেশিরভাগ সমাজে মহিলাদের অবদমিত করে রাখার একটা সক্রিয় তৎপরতা রয়েছে। এটার উৎস পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ভারতেই শুধু নয়, সারা বিশ্বেই এখন নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমবর্ধমান মহিলা আন্দোলন এই দাবিয়ে রাখার উৎস যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে শুরু করেছে। শিক্ষকগণ (মহিলা শিক্ষকসহ) মহিলাদের সমস্যা সম্বন্ধে অনুভূতিশীল হয়ে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য মহিলাদের ক্ষমতাবান করে তুলবেন।— বিষয়টি শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে রাখা প্রয়োজন।

শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণের একটি প্রধান বিষয় হলো শিশুরা কী ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে তার বাস্তব উপলব্ধি। এক তৃতীয়াংশের বেশি বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সের শিশুর বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে থাকা এবং বিপজ্জনকভাবে বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার কারণে অবস্থাটা অত্যন্ত কঠিন হয়েছে। এটা সামলাতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং পেশাদারিত্ব বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এছাড়া জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের মত আরও সংবেদনশীল ও জটিল বিষয় তো রয়েইছে। শিক্ষার প্রচেষ্টায় কতটা সাফল্য এল তা নির্ধারিত হবে শিশু মেয়েদের সাফল্যের ভিত্তিতে। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামে, দূরবর্তী ও প্রান্তিক অঞ্চলে এখনও আরও অনেক মহিলা শিক্ষক প্রয়োজন। তাই, শিক্ষক শিক্ষণকে ভারতীয় শিশু, যারা প্রাথমিক স্তরেই এক অন্য জগতের মুখোমুখি হবে, তাদের সংবেদনশীলতার উপযোগী করে তুলতে হবে। দারিদ্র্য ও অসাম্যের বিষয়গুলিকে সহজে অবহেলা করা যাবে না আবার চটজলদি সমাধান করাও যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দশকগুলিতে শিক্ষকদের কাজ হবে সূক্ষ্ম, জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং।

১.১২. সামাজিক ন্যায়ের দর্শন

'সামাজিক ন্যায়ে'র দর্শন অন্তর্ভুক্ত করার ফলাফল ও কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি থাকতে হবে। দেশে তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতির সংরক্ষণ নীতি শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনার সংকেত দিচ্ছে। প্রথম প্রজন্ম শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের এক বড় অংশ এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে

স্থান পাচ্ছে। তাদের আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এটা শিক্ষার মানের উপর প্রভাব ফেলে, যা রক্ষা করা দরকার। একদিকে গুণমান এবং উৎকর্ষ, অন্যদিকে বর্ধিত সংখ্যা ও পরিমাণ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১.১৩. শিক্ষক শিক্ষণের ভূমিকা, মূল্যবোধ এবং জাতিগঠন

একটা জাতিকে মহান করে তোলে সে দেশের জনসাধারণ। তারাই তাদের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের বিকাশ ঘটিয়ে গৃহীত ব্যবহারিক পদ্ধতি অনুসারে কাজ করার সাহস এবং নিষ্ঠা দেখায়। অবশ্যই তারা জাতিকে মহান করে তোলার স্বার্থে নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিজেদের চরিত্রবান করে তোলে। সমাজে মূল্যবোধের ধারাবাহিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে, তাই এর পুনর্মূল্যায়ণ ও পুনঃস্থাপন করা দরকার। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই কাজ করা সম্ভব। কিন্তু একটা কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসার জন্য কোন রাস্তায় এটা করতে হবে সে বিষয়ে চিন্তা করার দরকার।

১.১৪. বৈজ্ঞানিক দর্শন ও প্রকৃতি

বেকন, ডিকার্টে এবং নিউটনের বৈজ্ঞানিক দর্শন যা বহুযুগ ধরে বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করেছে এবং অনুশীলন করে চলেছে, তা মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে এবং মানুষ ও প্রকৃতির পুরানো সহাবস্থানকে নড়বড়ে করেছে। মানুষের প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রকৃতিকে শোষণ করা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ও পরিবেশ দূষণ হল এর কিছু ফলাফল। বাতাস, জল এবং খাদ্যদ্রব্যে ব্যাপক দূষণ 'গ্রীণ হাউস এফেক্ট', তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়াচিত্রে পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষতি, মৃত্তিকা ক্ষয়, বাতাসে কার্বন ও নাইট্রোজেনের বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ, কাঁচামালের নবীকৃত না করার পদ্ধতির ক্ষয় এবং জ্বালানির উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি মানুষের সামনে এক ভয়ংকর সমস্যা সৃষ্টি করতে চলেছে। এখন পরিবেশ চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমরা, তাই পরীক্ষা করে দেখতে চাই, শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী 'পরিবেশ সংকট' এর বিষয়টি সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে কিনা এবং ভবিষ্যত শিক্ষকদের পরিবেশ সচেতন করে তুলতে সাহায্য করতে পারে কিনা।

১.১৫. পঞ্চায়েতীরাজ ও চলে আসা ক্ষমতার কাঠামো

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনে পঞ্চায়েতীরাজ যা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে করা হয়েছিল, তা হলো 'অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের' দিকে এক সঠিক পদক্ষেপ। তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার এক কার্যকরী ব্যবস্থা। পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থায় জনগণের কোন কোন অংশের জন্য সংরক্ষণের বন্দোবস্ত এতদিন ধরে চলে আসা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে ভেঙে দিচ্ছে। এটা অবশ্য

শিক্ষকদের, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষকদের মনে এই ভুল ধারণা ও আশংকার জন্ম দিচ্ছে যে তাদের কাজকর্মে আঞ্চলিক রাজনীতির হস্তক্ষেপ ঘটবে। শিক্ষকদের এই ভুল ধারণা কাটিয়ে উঠে ইতিবাচক ধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং এই বিষয়টির উপর কিছুটা জোর দিতে হবে। এই সমস্ত পরিবর্তন, স্কুল এবং স্থানীয় সমাজের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার ডাক দিচ্ছে।

১.১৬. সমাজে শিক্ষকের স্থান

শিক্ষক হলেন একজন শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী। তিনি সমাজের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে নীরব এবং উদাসীন থাকতে পারেন না। একজন শিক্ষায় আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা করা এবং রায় দেওয়া তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষা এবং সামাজিক ঘটনাবলী একে অপরের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও জনসাধারণ এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। বরং উল্টোদিকে এ দুটি হল পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। সামাজিক ঘটনাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষা করায় শিক্ষকের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। 'একটি অপরীক্ষিত জীবন' সক্রেটিস বলেছেন, 'যথার্থ বেঁচে থাকা নয়।' আধুনিক শিক্ষকের ভূমিকা শুধু শিক্ষাদানেই নিবদ্ধ থাকবে না। সামাজিক বিকাশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে তিনি যোগ দেবেন এটাই কাম্য। প্রশ্ন হলো, এই বিষয়টিকে কীভাবে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর সঙ্গে সংহত করা যায়।

১.১৭. একবিংশ শতকের শিক্ষকমণ্ডলী

ভবিষ্যতের শিক্ষক— যারা বর্তমানে শিক্ষালাভ করছেন, তাদের জীবনের বড় অংশটাই অতিবাহিত হবে একবিংশ শতাব্দীর প্রথাগত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান বিস্ফোরক উন্নতির হার বজায় থাকে, তবে কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষকরা এমন এক বিশ্বে এসে পড়বেন, যেখানে তাঁদের বর্তমান জ্ঞান এবং শিক্ষণ ক্ষমতা একটা পর্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। তাঁরা বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং তথ্য প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। একটা সময়ে, ছাত্ররা আর প্রায়শই শিক্ষকদের কাছে জ্ঞান আহরণের জন্য আসবে না কারণ এজন্য তারা আরও অনেক যোগ্য পথ খোলা পাবে। তারা শুধু 'জ্ঞানের উৎস' সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে আসবে। একবিংশ শতাব্দীতে যে পরিবর্তন আসতে পারে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রয়োজন এবং শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে এর যথাযথ অন্তর্ভুক্তিও দরকার।

১.১৮. শিক্ষা ঃ তত্ত্ব ও অনুশীলন

এটা বলা হয় যে শিক্ষা ও সমাজ একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলবে। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় তাতে অনুশীলনের খুব কমই সুযোগ থাকে।

শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে খুঁটিয়ে দেখা দরকার যাতে শিক্ষক শিক্ষণের দর্শন এবং এর পাঠ্যসূচী এমনভাবে নির্ণীত হয় যা হতাশা বা ক্ষোভ নয়, আশার সৃষ্টি করতে পারে।

১.১৯. বিদ্যালয়ের চাহিদায় পরিবর্তন এবং শিক্ষক শিক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন

শিক্ষকদের শিক্ষালাভেই বিষয়টি শেষ হয় না। কেন না আসল লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়, যেখানে ছাত্রদের ভবিষ্যত গঠন করে জাতির জন্য সুনাগরিক তৈরি করার ভিতর দিয়েই সে শিক্ষা প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, গুণমান এবং চরিত্রের মধ্যে যে কোন পরিবর্তনই একইসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণেরও পরিবর্তন দাবী করে, বিশেষ করে তার কার্যক্রমে। একইভাবে শিক্ষক শিক্ষণে বিশেষতঃ এর পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন, যেমন বিদ্যালয় স্তরে ১০ + ২ পদ্ধতির প্রয়োগ প্রাক্ প্রাথমিক থেকে শুরু করে + ২ পর্যায় পর্যন্ত পাঠক্রমের চেহারায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শুধুমাত্র জ্ঞান ভাণ্ডারের বিস্তার নয়, এর প্রকৃত উদ্দেশ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু পুরানো বিষয়ের জায়গায় নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আবার কিছু বিষয়ের প্রসঙ্গ, দিকনির্দেশ, বিষয় ও দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত বিদ্যালয় স্তরে এই পরিবর্তনগুলো এক নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি ও মান নির্ধারণ কৌশল দাবি করছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য উদ্ভুত চাহিদা থেকে শিক্ষক শিক্ষণের স্তরে পরিবর্তন অনেক পিছিয়ে আছে। এইজন্য জরুরি হলো শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচী নতুনভাবে তৈরী করা, যাতে তা বিদ্যালয় স্তরে বাস্তব চাহিদার পরিপূরক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়, তার প্রতিফলন শিক্ষণ কর্মসূচী ও কাজে থাকা প্রয়োজন।

১.২০. শিক্ষকের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন শিক্ষায় শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে শিক্ষক এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের পেশায় যোগদানের কয়েক বছর পরেই শিক্ষাজীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝোঁক দেখা দেয়। যে সময় বিভিন্ন বিষয়েই জ্ঞান বেড়ে চলেছে, তখন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিষয়গুলির নতুন নতুন বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেন না। শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানে শেখা পাঠ্যসূচী পরিচালনার পদ্ধতির অনুশীলন খুব কমই করা হয়। শিক্ষক যখন স্কুলে যোগদান করেন, তখন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রায় খুঁজেই পান না। শিক্ষক প্রশিক্ষকের জ্ঞানের অপ্রাসঙ্গিকতা এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের অপ্রাসঙ্গিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচীতেই ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা বাস্তবিকই এক জটিল সমস্যা। বিষয়বস্তু তথা

পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, কারণ কার্যক্ষেত্রে এই দুটো বিষয় আলাদাভাবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষা বিজ্ঞানের বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গি যা বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চায় তার ওপরে জোর দিতে হবে এবং তাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই কারণে শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্য প্রণালী এমন ভাবে তৈরি করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষক শিক্ষাগতভাবে সচেতন ও অনুভূতিশীল থাকেন এবং শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন।

১.২১. অবাস্তব পাঠ্যসূচী

শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে 'ইলেকটিভ', 'অপশনাল' এবং 'স্পেশালাইজেশন' এই শব্দগুলির মধ্যে যে ফারাক তা পর্যাপ্তভাবে করা হয়নি। ফলে বিষয়গুলির প্রকৃতি এবং সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ হয়েছে। একইভাবে, সামাজিক কাজ, সামাজিক উন্নতি, সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে ভ্রান্তভাবে বোঝা হয়েছে, অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং খুব কমই কাজ করা হয়েছে। যেভাবে এসব কাজের বিষয়টি ধারণা করা হয়েছে এবং যেভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে তার মধ্যে মিল নেই। শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কঠোর পরিশ্রম দাবী করে না এবং পেশাদারী মনোভাবও গড়তে চায় না।

১.২২. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনীকরণ

প্রাথমিক স্তরে সর্বজনীন শিক্ষা আর একটি সমস্যা সৃষ্টি করতে চলেছে। দেশে আগামীতে অনেক বেশি প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সামর্থ্যের বাইরে। স্বল্পকালীন ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নীতি গ্রহণ করে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের তৈরি করার দায়িত্ব অবশ্যই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেরই থাকবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানোর অবশ্যম্ভাবী চাহিদা ছাড়াও একজন শিক্ষকের ভূমিকার রূপান্তরের আহ্বান জানাচ্ছে ইউ, ই, ই। শুধু যে সব শিশুরা স্কুলে যাওয়ার অধিকার পেয়েছে, তাদের শিক্ষাদানের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার বর্তমান ভূমিকা আর যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতের শিক্ষককে প্রথা ভাঙার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হতে হবে এবং পরিবর্তনশীলন সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যালয় এবং শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত শিশুর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সামর্থ্য বাড়ানোর ব্যবস্থা শিক্ষককেই করতে হবে। এই লক্ষ্যে, নতুন ধারণা, শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষককে ক্ষমতাবান করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচী এই কারণে কাঠামোগত এবং শিক্ষা বিজ্ঞানগতভাবে পুনঃ সংগঠিত করতে হবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতিটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একটি ফিল্ড ল্যাবরেটারি খোলার সম্ভাবনা (ধরা যাক একটি ব্লক, একটি শহরাঞ্চল অথবা কয়েকটি স্কুলের সমষ্টি) এবং শিক্ষা বিজ্ঞানগতভাবে এর শিক্ষাগত কর্মসূচীর সঙ্গে ছাত্র শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রের পরিকল্পনাকে একটি সূত্রে বাঁধা, ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং তা নিয়মমত করতে হবে। এটা সমাজ, বিদ্যালয় ও পরস্পর নির্ভর দ্বন্দ্বমূলক পরিকাঠামোর মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচী; এই তিনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।

১.২৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে শিক্ষক সমাজকে। শুধু বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানেরই বিস্ফোরণ ঘটেনি, জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি ও কৌশলের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে উত্তরাধিকার, শিক্ষালাভ, মানসিক স্বাস্থ্য, মনোযোগ এবং উদ্যোগ ইত্যাদি তত্ত্বকে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে হবে।

১.২৪. শিক্ষক শিক্ষণে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা

শিক্ষক শিক্ষণে মানবসম্পদ পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং পরিকল্পনা ও মানব সম্পদ বিকাশের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাব খুবই উদ্বেগের। দেশের কয়েকটি অংশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরি পাওয়ার জন্য বহু বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং যখন তাঁরা চাকরি পান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির গুরুত্ব তখন কার্যত হারিয়ে যায়। আবার এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়।

১.২৫. শিক্ষণের কাজের প্রকৃতি এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে ফারাক

আর একটি উদ্বেগের বিষয় হলো প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষণের কাজের প্রকৃতির মধ্যে ফারাক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বি এড. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের (বিশেষভাবে মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) দেখা যায় প্রাথমিক বা প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতা করছেন। স্তরভিত্তিক নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সঙ্গে প্রাক্ প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বি. এড. পাঠ্যসূচীতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করার কথা ভাবা যেতে পারে।

১.২৬. আজীবন প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা এবং সেবাকালীন শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

একটি শিক্ষিত সমাজ শিক্ষাকে একটি আজীবন প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করে। এটা সমানভাবে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাক্ সেবাকালীন এবং সেবাকালীন

শিক্ষার অবিচ্ছেদ্যতার বর্তমান নীতিকে চালু করার স্তরেই বাস্তবসম্মত রূপ দিতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রাক সেবাকালীন ও সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীকে পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

১.২৭. প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্বশাসন

শিক্ষার স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বয়ংশাসন আইনগত এবং সাংবিধানিক অধিকার নয়। তা সত্ত্বেও এগুলো নৈতিক ধারণা। শিক্ষক তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই কেতাবি শিক্ষার স্বাধীনতা অর্জন করবেন এটাই আশা করা হয়। বাইরের কেউ এটা মঞ্জুর করতে পারে না। স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা একত্রেই চলে। দুটোই পরস্পর নির্ভরশীল এবং শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীকে এই অবস্থার বাস্তব মূল্যায়ণ করতে হবে।

১.২৮. পেশা হিসাবে শিক্ষণ

সারা বিশ্বে শিক্ষকতাকে একটা পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের শিক্ষা — এখনও একটি পেশার প্রধান দিকগুলোর বৈশিষ্ট্যের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। যেমন, নিয়মবদ্ধ তত্ত্ব, কর্তৃত্ব, সামাজিক স্বীকৃতি, নৈতিক মান এবং সংস্কৃতি গবেষণা এবং বৈশিষ্ট্যকরণের মাধ্যমে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করা ইত্যাদি। কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন, প্রথাগত প্রশিক্ষণ একজন ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য জরুরি নয় কারণ এটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ, পড়ানোর দক্ষতা এবং নিয়মপ্রণালীর ওপর আস্থা স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই দেয় না। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, প্রসঙ্গে কতদিন তা চলবে, ছাত্রদের শিক্ষাদান ইনটার্নশিপ ইত্যাদি বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে, যাতে শিক্ষকদের মধ্যে পেশাদারি নীতির বিকাশ ঘটানো যায়।

১.২৯. সংস্কৃতিমুখী সংবেদনশীল বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের ঐতিহ্য রয়েছে বেশির ভাগ দেশেই। প্রতিটি অঞ্চল ও রাজ্যের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আছে এবং অর্থবহ প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য এ় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেহেতু শিশুকে শিক্ষাদানের কোন সার্বজনীন পথ নেই, তাই শিশু যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করে সেই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি শিশু যেভাবে বিভিন্ন তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করবে, শহরাঞ্চল ও আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে উচ্চশ্রেণীর শিশুরা তা করবে একেবারে অন্যভাবে। আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞান উপজাতি সংস্কৃতি ও শহরাঞ্চলের সংস্কৃতি, দুটোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গেই কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষাদানের যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে গল্প বলা, নাট্যকলা ও চারুকলা ইত্যাদিকে

একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মোদ্দাকথা শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্যেই সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদিতা প্রোথিত আছে সেটা বুঝতে হবে।

১.৩০. গবেষণা এবং উদ্ভাবন

বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ প্রধানত নির্ভর করে— গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ফলাফল শিক্ষণ পদ্ধতিতে কতখানি ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর। অবশ্যম্ভাবী প্রাথমিক প্রয়োজন হবে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি দেশীয় গবেষণা পদ্ধতি। নিঃসন্দেহে, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থায় শিক্ষক শিক্ষণের ওপর গবেষণা চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের কাছে এর উপযোগিতা খুবই কম থেকে গিয়েছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে কারণ যথাযথ আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি পাওয়া যাচ্ছে না; যেমন সাময়িকপত্র, বিভিন্নভাবে প্রকাশিত নানা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ইত্যাদি টার্গেট গ্রুপের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকছে। গবেষণা প্রচেষ্টাকে এই অসুবিধে জোরালো ধাক্কা দিচ্ছে। বেশির ভাগ গবেষণা চালানো হচ্ছে ডিগ্রি পাওয়ার জন্য এবং সেজন্য এর সম্ভাব্য উপযোগিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রাক্ সেবাকালীন ও সেবাকালীন সময়ে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে গবেষণা পদ্ধতিকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। কোথাও কোথাও এম. এড এবং এম-এ কোর্সে এই বিষয়টি একটা পর্যায়ে আছে, যদিও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার এই প্রয়োজনীয় পাঠ্যপ্রণালীটির উপর গুরুত্ব দেয় না। ভবিষ্যতের কর্মসূচী ও পাঠ্যপ্রণালীর কাঠামোতে এই বিষয়টি চিন্তার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ ছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরি করার কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। গবেষণা অবশ্যই নীতিসংক্রান্ত বিষয়, প্রশিক্ষণ-নীতি শ্রেণীকক্ষ অনুশীলন পাঠ্যসূচীর বিষয়, মান নির্ধারণ পদ্ধতি ও অনুশীলন ইত্যাদির উপর নজর দেবে। প্রতিভাবান শিশুদের বিশেষ শিক্ষা এবং নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আর্থিক পরিমণ্ডল থেকে আসা শিশুদের জন্য শিক্ষক তৈরি করার বিষয়টিকে আর গাফিলতি করা যাবে না। সমীক্ষার কাজ ও পড়াশুনাতে উৎসাহিত করতে হবে। এর প্রকৃতি অনুসন্ধানমূলক বা নির্ণয়মূলক হতে পারে। নতুন উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন ও সে সম্বন্ধে অধ্যয়নের দরকার। যথার্থ বিবেচিত হলে আরও বিস্তৃত ও লাভজনক ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে এই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (DIET) প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকেন্দ্রের এবং গবেষণাগারের যে ধারণা তা অবশ্যই সময়োচিত হয়েছে। গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সমীক্ষা ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের, সেই প্রতিষ্ঠান যে স্তরেরই

শিক্ষক তৈরি করুক না কেন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের সাধারণ উদ্ভাবন ও বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের শিক্ষার মাধ্যমে এমনভাবে উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে যাতে তাঁরা বিদ্যালয়েও পরীক্ষা, নিরীক্ষা উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফল অর্জন করতে পারেন।

১.৩১. নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী নিয়ে অবিরাম সমালোচনা হচ্ছে। বিদ্যালয় ও সামাজিক পদ্ধতির পরিবর্তন আগে হয় এবং তার পরেই শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন হয়; আগে পিছে চলার জন্য দুটি বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাগত ফাঁক থেকেই যায়। সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচী বিদ্যালয় বা সমাজ কারোরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে না।

১৯৭৮ সালের শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। তাঁদের প্রয়াসেই এই প্রয়োজনীয় দলিলটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই পাঠ্যসূচীকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে একবার নতুন করে দেখার প্রয়োজন আছে। এর পরিবর্তিত চেহারা, রাজ্যস্তরে গৃহীত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দিকে একবার তাকাতেই হবে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই এ পাঠ্যসূচীর পুনর্বিবেচনা মনে হয় খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

১.৩২. পাঠ্যসূচীর ফাঁকফোকর

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে, শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী যা বিদ্যালয় ও সামাজিকপদ্ধতির থেকে বিচ্ছিন্ন তা তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে কোন কার্যকরী উদ্দেশ্যসাধন করে না। প্রধান বিষয়গুলি হলো ঃ

—শিক্ষা ও সামাজিক পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণ গণ্য হয়নি।

—এর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, মোটামুটি একটি প্রচলিত রীতিতে পরিণত।

—এটা বিদ্যালয় পদ্ধতির চাহিদা পর্যাপ্তভাবে মেটাতে পারে না।

—জাতীয় লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে অর্থবহ করে এই পাঠ্যসূচী প্রতিফলিত করে না।

—এটা বিচ্ছিন্ন তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়ায় জ্ঞান ও তত্ত্বে রূপান্তরিত হতে অসুবিধে হয়।

—এটাতে যথার্থ তত্ত্বের মিশ্রণ ও ব্যবহারিক বিষয়ের অভাব ঘটেছে।

—সর্বশেষ গবেষণাগুলির ফলাফল যার প্রভাব শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলনের ওপর যথেষ্ট আছে, এই পাঠ্যসূচীতে তা যথার্থভাবে স্থান পায়নি।

—দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে একজন কার্যকরী শিক্ষক তৈরীতে এই পাঠ্যসূচী ব্যর্থ।
—শিক্ষার সর্বাধুনিক বিকাশ এই পাঠ্যসূচীতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি।
—সেবাকালীন প্রশিক্ষণের ওপর এটা জোর দেয়নি।
—এটা পেশাদারি মূল্যবোধের চর্চা করে না।
—শিক্ষার সঙ্গে শারীর শিক্ষার সমন্বয় ঘটেনি এ পাঠ্যসূচীতে। অথচ ১৯৯৩ সালের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদ দ্বারা গঠিত শারীর শিক্ষা কমিটি এ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন বলে সুপারিশ করেছিল।

১.৩৩. সমালোচনামূলক চিন্তা

শিক্ষক শিক্ষণকে প্রভাবিত করে এমন অনেক উপাদান ও শক্তির কয়েকটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, নিচে আরও কয়েকটি লিপিবদ্ধ হলো।

—যদি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিকে কমানো হয়, তবে পাঠ্যসূচীতে বেশি করে কেতাবী শিক্ষা ও পেশাদারি উপাদান যোগ করতে হবে।
—প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সময়সীমা যদি বাড়ানো হয়, তবে প্রশিক্ষণের তথ্য ও বিষয় এবং পাঠ্যবিষয়কে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন হবে।
—জ্ঞানের পরিধি ও পরিচালন পদ্ধতি এবং তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিষয়ের প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট পর্যায়ভিত্তিক হতে হবে। শিক্ষকের কাছে ভূমিকা এবং তার কাজ, শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালনা ও কর্মসূচীকে প্রভাবিত করে।
—সম্পদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক শিক্ষণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নমনীয় থাকবে।
—শিক্ষক প্রশিক্ষকের শিক্ষার ক্ষেত্রটি প্রায়ই অবহেলিত হয়েছে, যত্ন সহকারে এ বিষয়টির পরিকল্পনা ও বিন্যাস প্রয়োজন।

আলোচ্য দলিলে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর প্রস্তাব রাখার কোন প্রয়াস নেই। বিভিন্ন আলোচনার ফলশ্রুতিতে নানান রূপরেখা বেরিয়ে আসতে পারে। আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে এবং শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর রূপান্তর ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

২. শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী

২.০১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা ভাবনাকে চিত্রিত করার চেষ্টা চালানোর পর এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে শিক্ষক শিক্ষণের এই প্রসঙ্গ এবং চিন্তাভাবনাগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সুযোগের প্রতিফলন ঘটায় এবং উদ্দেশ্যগুলি নির্ণয়ের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিক্ষক শিক্ষণ তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই বহুমুখী। বহুমুখীত্বের বেশির ভাগ ক্ষেত্রই শিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে আছে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এগুলোই শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিকে গড়ে তুলেছে এবং এই বিষয়গুলোই রোমাঞ্চকর শিক্ষা চিন্তার মূলভিত্তি। এর সঙ্গে চিকিৎসা ও জীবন-বিজ্ঞানের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণা জ্ঞানভাণ্ডারের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছে যা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। পাঠ্যসূচীর পরিধি তাই প্রসারিত হয়েছে। দেশের শিক্ষা কর্মসূচী সামলাতে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের শিক্ষক। প্রথাগত পদ্ধতির সঙ্গে, দেশের প্রয়োজন শারীরশিক্ষা, সঙ্গীত, কলা, অঙ্কন, নৃত্য সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎপাদনমূলক কাজ এবং বৃত্তিগত-বিষয়ের শিক্ষক। এছাড়াও প্রথাবহির্ভূত শাখা যেমন দূরবর্তী শিক্ষা, যোগাযোগ মাধ্যমে শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষক আর প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য শিক্ষক যে বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষণের মধ্যে ছাত্রদের শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি, কর্মক্ষেত্র কাজ, সমাজের সঙ্গে কাজ ইত্যাদিসহ ব্যবহারিক কাজের এক প্রয়োজনীয় উপাদান আছে।

২.০২. সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ

বিভিন্ন ধাপে কিংবা স্তরে প্রযোজ্য এই প্রসঙ্গ, ধারণা এবং পরিধি থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি এইরকম হতে পারে ঃ

— ভারতীয় জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে সমালোচনার ভিত্তিতে সচেতনতা গড়ে তোলা।

—ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশিত জাতীয় মূল্যবোধ ও লক্ষ্য রূপায়ণে দরকার শিক্ষকদের সামর্থ্যের উন্নতিসাধন করা।

—আধুনিকীকরণ, সমাজ পরিবর্তন ও বিকাশ এবং জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেরক ও বাহক হিসাবে শিক্ষকদের সমর্থ করা।

—যুক্তিসঙ্গত চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক মননশীলতা অনুশীলন করা।

—সমসাময়িক ভারতীয় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের মধ্যে উপযুক্ত পরিচালন ও সাংগঠনিক দক্ষতার উন্নতিসাধন।

—গতিশীল সমাজে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে তাঁদের ভূমিকা পালনে সমর্থ করা।

—পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করা এবং সমস্যার যথাযোগ্য সমাধানে তাঁদের সমর্থ করা।

—সামাজিক জীবনে জড়িত থাকার উৎসাহ ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো এবং অর্থবহ শিক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক সম্পদকে স্কুলের উন্নয়নে ব্যবহার করা।

—একজন কার্যকরী শিক্ষক গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানো।

—জ্ঞানের সঞ্চার ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনে শিক্ষকদের উপযুক্ত করে তোলা।

—ছাত্রদের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা জন্মানো।

—শিক্ষার অনুপূরক কার্যকলাপ সংগঠিত করতে যোগ্যতা বাড়ানো।

—গবেষণা কাজ গবেষণা করার জন্য উৎসাহ ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

—মূল্যবোধের বিচার, মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মূল্যবোধ প্রেরক হিসাবে শিক্ষকদের মধ্যে ধারণা জন্মানো ও চর্চা।

—ছাত্রদের মধ্যে চারুকলাবোধের উন্নতিসাধনে শিক্ষকদের সমর্থ করা।

— সেবাকালীন শিক্ষা আজীবন শিক্ষার জন্য তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা।

—জাতীয় সংহতি, বিশ্ব শান্তির বিকাশে এবং মানবাধিকার রক্ষায় পড়ুয়া শিক্ষকদের অনুভূতিপ্রবণ করে তোলা।

—ছাত্রদের প্রয়োজনীয় শারীর শিক্ষা এবং এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর পরিকল্পনা করা এবং তা সংগঠিত করা।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঠসূচীর উদ্দেশ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে সমত্ব থাকলেও প্রতিটি পর্যায়েরই নিজস্ব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

২.০৩. প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর বিশেষ উদ্দেশ্য

শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, কলাবিদ্যা এবং ভাষাতত্ত্বের বিকাশে শিক্ষকদের অনুভূতিপ্রবণ করে তোলা।

—শিশুদের বিকাশে প্রয়োজনীয় সামাজিক অভ্যাস জন্মানোর জন্য সাহায্য করতে ছাত্রদের শিক্ষককে সমর্থ করে তোলা।
—শিশুর মানসিক গঠন বুঝতে জ্ঞান আহরণ করা।
—শিশুদের প্রতি স্নেহ এবং তাদের প্রতি উৎকর্ষের শ্রদ্ধা, সামাজিক অনুভূতি চর্চা করা।
—বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত করে শিশুদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত বিকাশে সমর্থ হওয়া।
—শিশুদের যত্ন এবং তাদের স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
—শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা, কল্পনাপ্রবণতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি বাড়াতে পড়ুয়া শিক্ষককে শক্তিশালী করে তোলা।
—শিশুদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের উৎস এবং রসদ নির্বাচন, তার প্রস্তুতি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সক্ষম করে তোলা।
—শিশুদের কাছে শিক্ষাকে এক আনন্দদায়ক বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানো।

২.০৪. প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর বিশেষ উদ্দেশ্য

—প্রয়োজনীয় সমস্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানে শিক্ষকদের সজ্জিত করা।
—প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব নীতির যথাযোগ্য ধারণার বিকাশ ঘটানো।
—শিশুদের সার্বিক বিকাশ সাধনে শিক্ষকদের শক্তিশালী করা।
—বৃহত্তর উদ্যোগ, আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য সক্ষম করে তোলা।
—ছাত্রদের মধ্যে সমস্যা নিরসনের যোগ্যতা অর্জনে উৎসাহ সৃষ্টি করতে শিক্ষকদের সমর্থ করা।
—শিশুদের বিচিত্র চাহিদা পূরণের পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তোলা।
—বিশেষ চাহিদার ছাত্রদের পরিচালনা করতে পদ্ধতি ও কৌশলের সঙ্গে পরিচিত করানো।
—শিশুদের সামাজিক ও আবেগজনিত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম করা।
—এই ছাত্র সমষ্টির জন্য অনুপূরক শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত করতে পড়ুয়া শিক্ষকদের সমর্থ করা।
—শিশুদের মধ্যে আগ্রহ, কল্পনা এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

—সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ভূমিকা পালনে তাদের সমর্থ করা।
— যোগাযোগ সংক্রান্ত দক্ষতার উন্নতি সাধন।
—তাদের মধ্যে আজীবন শিক্ষার জন্য আকাঙক্ষায় উৎসাহ যোগানো।
—কর্মভিত্তিক গবেষণা এবং উদ্ভাবনা অভ্যাসকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগী করা।
—সামাজিক সম্পদকে শিক্ষার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে তাদের সমর্থ করা।

২.০৫. মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর বিশেষ উদ্দেশ্য

—ছাত্রদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে শিক্ষকদের পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করা।
—সামাজিকীকরণের পদ্ধতি বুঝতে তাঁদের সমর্থ করা।
—শিক্ষাদানের নীতি, পাঠ্যসূচীর বিকাশ, পরিচালনা ও মান নির্ধারণ সম্বন্ধে ধারণার বিকাশ ঘটানো।
—মাধ্যমিক স্তরে তাঁদের যে বিষয়গুলি পড়াতে হয় তার শিক্ষাবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ করতে সমর্থ করা।
— নেতৃত্ব ও পরামর্শদানের বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো।
—জ্ঞানের পুনর্গঠনে ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাকে উৎসাহিত করতে তাঁদের সমর্থ করা।
—শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষের পরিস্থিতির ক্ষতি করতে পারে এমন উপাদান ও শক্তিগুলি সম্পর্কে (স্কুলের ভিতরে ও বাইরে) অবগত করানো।
—বিশেষ ছাত্র সমষ্টির শিক্ষাগত প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত করা।
—সামাজিক সম্পদকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে ব্যবহার করতে তাঁদের সমর্থ করা।
— যোগাযোগ সংক্রান্ত দক্ষতা এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে উন্নতি ঘটানো।
—কর্মভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী অভ্যাসকে কাজে লাগানোর জন্য সমর্থ; করা।
—তাঁদের আজীবন শিক্ষার জন্য আকাঙক্ষায় উৎসাহ যোগানো।

২.০৬. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

২.০৬.১. *শিক্ষামূলক বিভাগ*

মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষা পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

—শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত আগ্রহ এবং মূল্যবোধের বিকাশ সাধন।

—বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, নির্দেশ সংক্রান্ত উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয়, শিক্ষাদান বিষয়ে ছাত্র শিক্ষকের যোগাযোগ পদ্ধতি বিষয়ক দক্ষতা তীক্ষ্ম করা।

—পড়াশুনা ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য রক্ষায় দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

—ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের আকাঙক্ষা সৃষ্টি করতে সমর্থ করা।

—পাঠ্যসূচীর উন্নতি ও পরিচালনায় দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

—বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ও তার বিকাশ ঘটাতে তাঁদের সমর্থ করা।

—নতুন পরিস্থিতিতে ও প্রসঙ্গে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনে সক্ষম করা।

২.০৬.২. *বৃত্তিমূলক বিভাগ*

মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষা পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ঃ

—বৃত্তিমূলক শিক্ষার দর্শন ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে তাদের ধারণা তৈরি করা।

—কর্মদক্ষতা এবং শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে একটি বোধ গড়ে তোলা।

—ঐচ্ছিক বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়ে শিক্ষকদের জ্ঞাত করা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলা।

—জ্ঞানের সঞ্চার করা এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষণের দক্ষতা বাড়ানো।

—তাঁদের পছন্দসই বৃত্তিতে সফল হওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া।

—বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস সৃষ্টি করা।

২.০৭. নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী গঠনের স্তর

শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট পর্যায়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আলোচনা এবং পুনরালোচনার জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচীর কাঠামো প্রস্তাব করা হচ্ছে।

২.০৭.১. *প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর*

—প্রকাশমান ভারতীয় সমাজ

—ভারতে প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা, সমস্যা ও বিষয়সমূহ

—শিশুর মনস্তত্ব

—প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর যত্ন

—প্রাক্ স্কুল পর্বে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্যের জন্য পদ্ধতি ও কৌশল; নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

— শারীরিক উন্নতি
— মানসিক উন্নতি
— অনুভূতির বিকাশ
— ভাষার বিকাশ
— সামাজিক বিকাশ
— স্নায়ু পেশীর সমন্বয়
— নিজেকে প্রকাশ করা
— অভ্যাস গড়া
— প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ

—ব্যবহারিক কার্যাবলী যেমন,
— অঙ্কন এবং মাটির কাজ
— কাগজ ও পেনসিলের কাজ
— কাঁচি ও আঠার কাজ
— গান ও নাচ
— গল্প বলা
— খেলাধূলা
— বেড়াতে যাওয়া
— ব্লক তৈরি করা এবং ঐ সম্পর্কিত খেলা

২.০৭.২. *প্রাথমিক স্তর*

—প্রকাশমান ভারতীয় সমাজ
—ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, সমস্যা ও বিষয়সমূহ
—শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের মনস্তত্ত্ব (শিশুদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে)
—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্কুল প্রশাসন (বিশেষ চাহিদার ছাত্রদের শিক্ষা)
— প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়গুলিতে শিক্ষার নূন্যতম স্তরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষা বিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ।
—বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আভ্যন্তরীণ কাজ
—বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্কের উপর লক্ষ্য রেখে সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ।
—অনুপূরক শিক্ষার কার্যক্রম সংগঠন
—শারীরিক উন্নতি, সামাজিক বিকাশ, অনুভূতির বিকাশ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও নেতৃত্ব তৈরী ইত্যাদির সংগঠন।
—ব্যবহারিক কাজ।

২.০৭.৩ *মাধ্যমিক স্তর*

—প্রকাশমান ভারতীয় সমাজ

—ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা, সমস্যা ও বিষয়সমূহ
—শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের মনস্তত্ব
—পাঠ্যসূচী, শিক্ষা বিজ্ঞান এবং মান নির্ধারণ
—বিদ্যালয়ের দুটি পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষা বিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ

ব্যবহারিক কাজ

— বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার জন্য আভ্যন্তরীণ কাজ
— সমাজভিত্তিক কর্মসূচীর সঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক
— সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কর্মসূচী
— সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ
— সময়ান্তর / ব্যবহারিক কাজ

—বিশেষ কর্মসূচী (কেতাবী শিক্ষা ও ব্যবহারিক নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি)

— প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা
— প্রাথমিক শিক্ষা
— শিক্ষা প্রযুক্তি
— বৃত্তিগত শিক্ষা
— বয়স্ক শিক্ষা
— প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা
— পরিবেশ শিক্ষা
— জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা
— শারীর শিক্ষা
— ইতিহাস ও শিক্ষার সমস্যা

২.০৭.৪ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (শিক্ষামূলক বিভাগ)

—প্রকাশমান ভারতীয় সমাজ
—ভারতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, অবস্থা ও বিষয়সমূহ
—শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের মনস্তত্ব
—পাঠ্যসূচী, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং মান নির্ধারণ
—উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের একটি বিষয়ের শিক্ষা-বিজ্ঞানগত বিশ্লেষণ
—দ্বাদশ শ্রেণী মানের বিদ্যালয়ের একটি বিষয়ে শিক্ষা দানের অনুশীলন।
—উৎকর্ষ সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরের অন্যান্য সমস্ত উপাদান ও বিশেষ কর্মসূচীগুলি।

২.০৭.৪ উচ্চমাধ্যমিক স্তর (বৃত্তিমূলক বিভাগ)

(ক) একটি বৃত্তিমূলক বিষয়ে যাদের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা আছে তাদের জন্য
—প্রকাশমান ভারতীয় সমাজ

—ভারতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ অবস্থা, সমস্যা ও বিষয় সমূহ
—শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের মনস্তত্ব
—পাঠ্যসূচী, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মান নির্ধারণ
—একটি বিশেষ বৃত্তিমূলক বিষয় পড়ানোর পদ্ধতি
—উৎকর্ষতা সহ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উপাদান।

(খ) + ২ এর পরে যারা কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পায়নি তাদের জন্য
—প্রকাশমান ভারতীয় সমাজ
—ভারতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ অবস্থা, সমস্যা ও বিষয়সমূহ
—শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের মনস্তত্ব
—পাঠ্যসূচী, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মান নির্ধারণ
—একটি নির্দিষ্ট বৃত্তিমূলক বিষয় পড়ানোর পদ্ধতি
—উৎকর্ষসহ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উপাদানগুলি
—বৃত্তিমূলক সংস্থায় শিক্ষানবীশ কর্মসূচী
—একটি বৃত্তিমূলক বিষয় পড়ানোর অভ্যাস।

২.০৮. পাঠ্যসূচী গঠনের মৌলিক ধারণা

প্রসঙ্গ এবং চিন্তাভাবনা ছাড়াও অভিপ্রেত পাঠ্যসূচীর কাঠামো, সামগ্রিক ও পর্যায়-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি এবং পাঠ্যসূচী গঠন, নিম্নে বর্ণিত ধারণাগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আলোচিত।

—জাতীয় জীবনের বাস্তবতাকে এই পাঠ্যসূচী প্রতিফলিত করে এবং এটা জাতীয় লক্ষ্য ও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সহায়ক হিসাবে কাজ করে।
—শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে এটা সর্বাধুনিক উন্নতিগুলিকে প্রতিফলিত করে
—এর বিবিধ উপাদান এমনভাবে সংযুক্ত যে তা শিক্ষাক্ষেত্রে এর লক্ষ্যকে রূপায়িত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
—শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় সাধনে এই পরিচালন-পদ্ধতি সচেষ্ট।
—কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ের গঠনগত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ শিক্ষাক্রমের একজন শিক্ষকের জন্য ব্যাপক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা খুবই জরুরি।
—শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের নতুন নতুন ধারণা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার সামর্থ্য গড়ে তোলার জন্যে এটা যথেষ্ট নমনীয়

—এটা বাস্তবসম্মত এবং মানবিক ও অমানবিক রসদসামগ্রীর সঠিক প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল

—জাতীয় শিক্ষানীতিতে (১৯৮৬, ১৯৯২) বর্ণিত প্রাক্-সেবাকালীন ও সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের অবিচ্ছেদ্যতা নিশ্চিত করতে এটা প্রচেষ্টা নেয়।

—শিক্ষক শিক্ষণের নানাবিধ ধাপের জন্য যে লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যাবে, তা নির্দিষ্ট করে

—শারীর শিক্ষায় ছাত্রদের চাহিদা পূরণ করতে শিক্ষকদের তৈরী করে।

২.০৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ

—প্রাক সেবাকালীন এবং সেবাকালীন শিক্ষা যোগান দেয়।

—শিক্ষার বিকল্প কৌশলগুলির কর্মাধিকারীদের শিক্ষণ ও অবস্থান নির্ণয় করে কর্মসূচী ঠিক করে।

—প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও পরিদর্শক কর্মচারীদের জন্য শিক্ষণ কর্মসূচী সংগঠিত করে

—সমাজের নেতা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অভিভাবকদের জন্য শিক্ষাক্রম উপস্থাপিত করে

—শিশু ও বয়স্ক শিক্ষায় নিয়োজিত বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থাকে শিক্ষাবিষয়ক সাহায্য ও সমর্থন যোগায়

—শিক্ষার উদ্ভাবনী ধ্যানধারণাসহ গবেষণা ও পরীক্ষার কাজ গ্রহণ করে।

—একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে শিক্ষার রসদকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে

—শিক্ষা প্রশাসক, পরিকল্পনা রচয়িতা, পাঠ্যসূচীর রূপকার, নির্ধারকদের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মসূচী সংগঠিত করে

—শিক্ষার অন্যান্য অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন শারীর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার শিক্ষণ দেয়।

—বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে।

২.১০ শিক্ষকের প্রকৃতি

আকাঙ্ক্ষিত পাঠ্যসূচীর ফলশ্রুতিতে প্রকাশমান একজন শিক্ষকের রূপরেখা হবে নিম্নরূপ:—

শিক্ষকের সামাজিক রূপ

—সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারার সামর্থ্য

—আধুনিকীকরণ ও বিকাশের একজন বাহক হিসাবে কাজ করা

—সমাজ ও অঞ্চলের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্কস্থাপন করে তাদের নেতৃত্ব ও পরামর্শদান এবং সামাজিক সম্পদকে বিদ্যালয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বিকাশে ব্যবহার করার ক্ষমতা

শিক্ষাগত রূপরেখা (Educational Profile)

—শিক্ষালাভের সুযোগের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষালাভের রসদকে সংগঠিত, মনোনীত ও ব্যবহার করার সামর্থ্য

— পাঠ্যসূচীর কার্যকরী প্রেরক, রূপকার ও নির্ধারক হওয়া

— কেতাবী বিদ্যা/ পেশাগত কাজের - মূল্যায়নে সক্ষমতা

—বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকরীভাবে পাঠ্যসূচী পরিচালনা, অনুপূরক শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত করা এবং ক্ষতিপূরণমূলক শিক্ষা কর্মসূচীগ্রহণ

—সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে পিতামাতাকে যোগাযোগ, পরামর্শদান ও পরিচালিত করা

— 'সংস্কৃতি ও শিক্ষা' 'সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব' এবং 'সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ' ইত্যাদির পারস্পরিক' সম্বন্ধ নির্ণয়ে ধারণা লাভ।

—শারীরিক বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য খেলাধূলা এবং অন্যান্য বিনোদন কর্মসূচী সংগঠিত করতে সক্ষম হওয়া

— বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জ্ঞানভান্ডার/অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনে সমর্থ হওয়া।

৩. সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ

৩.০১ ভূমিকা

শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর সামগ্রিক পরিধির মধ্যে সেবাকালীন শিক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যাঁরা শিক্ষাদান করেন, তাঁরা কখনও শিক্ষালাভে বঞ্চিত হননা, এটা মামুলি কথা নয়, বাস্তব। শিক্ষক যদি শিক্ষালাভের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন, তবে শিক্ষাদানের বিষয়টি এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) সুচিন্তিতভাবে মতামত দিয়েছিল যে, "শিক্ষক শিক্ষণ একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর প্রাক্ সেবাকালীন ও সেবাকালীন উপাদানগুলি অবিচ্ছেদ্য।" এর অর্থ হচ্ছে যে, এই দুয়ের মধ্যে কোন শক্ত বেড়া দেওয়া যাবেনা। যদিও প্রত্যক্ষভাবে সরল ও কৌশলগতভাবে দৃশ্যমান এই বিবৃতি যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আসে, তখন তা প্রায়োগিক দিক থেকে জটিল ও প্রশাসনিকভাবে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। অবশ্য, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, প্রাক্-সেবাকালীন ও সেবাকালীন শিক্ষণকে একই সূত্রে গ্রথিত করার দিকেই নির্দিষ্ট থাকে।

বর্তমানে প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার প্রাথমিক, ৯৫ হাজার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যার শিক্ষকসংখ্যা ৪.৪ লক্ষ। যদিও বেশিরভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় ও সিকিম ইত্যাদি রাজ্যগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শতকরা হার যথাক্রমে ৬৯%, ৫৬%, ৫৫%, এবং ৬০%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন শিক্ষকদের শতকরা হার অনেক বেশি, উদাহরণস্বরূপ, মণিপুরে এটা ৭০% মেঘালয়ে ৬৪%। অন্য কয়েকটি রাজ্যের উদাহরণ আছে যেখানে ম্যাট্রিক এবং প্লাস টু (+২) পাশ করেননি এমন অনেককেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে নিয়োগ করা হয়েছে। সেবাকালীন কর্মসূচী, তাই অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন।

শিক্ষকদের পেশাগতভাবে সময়োপযোগী করতে, শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনসমূহ, পাঠ্যসূচীর গঠন, পরিচালন কৌশল, বিবর্তন কৌশল এবং কর্তৃপক্ষের কাজের পদ্ধতি ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে তা শিক্ষকদের সেবাকালীন শিক্ষণের মাধ্যমে অবগত করাতে হবে ও তাঁদের সচেতন করতে হবে।

প্রাক্-সেবাকালীন ও সেবাকালীন কর্মসূচীগুলি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে কারণ প্রাক্-সেবাকালীন সময়ে কর্মীদের বিকাশ ঘটে, তা সেবাকালীন কর্মসূচীতে শক্তিশালী হয়। অবশ্য এটার অর্থ এমন নয় যে, এই দুই কর্মসূচীর মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টেনে দেওয়া হলো। এই দুটি উপ-পদ্ধতিতে 'পরিবর্তন' ও 'ধারাবাহিকতা'-র উপাদান আছে। সেবাকালীন কর্মসূচীতে পরিবর্তনের উপাদানটি দেখা যায় নতুন ইস্যু/প্রতিপাদ্য/শিক্ষাক্ষেত্রের বিকাশে। ধারাবাহিকতার উপাদান দেখা দেয়, কারণ প্রাক্-সেবাকালীন শিক্ষা, মোটামুটিভাবে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীগুলি নিয়ে আলোচনা করে; কিন্তু সেবাকালীন কর্মসূচী যোগ্যতা ও দক্ষতার নবীকরণ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই কর্মসূচীগুলি কয়েক বছর আগে শিক্ষকদের শেখা 'বেঁচে থাকার যোগ্যতা'-র নবীকরণ করে ও তাকে বহন করে চলে। প্রাক্ এবং সেবাকালীন দুটি কর্মসূচীই কার্যকরী হবে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে। পরের নকশাটি শিক্ষকের বিকাশ সাধনে নানা ধরনের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে ব্যাখ্যা করেছে।

৩.০২ সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ

সেবাকালীন শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনভূত হয় ১৯৪৯ সালে, যখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কমিশন মন্তব্য করে যে, 'নিজেকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার জন্য শিক্ষককে সময়ে সময়ে শিক্ষার্থী হতে হয়'। অবশ্য, ১৯৫৫-৫৮ সালে স্নাতক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে ৭৪ টি এক্সটেনশন পরিষেবা শাখা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে কাঠামোগত পদ্ধতি তৈরী করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে, সেবাকালীন শিক্ষণকে উৎসাহিত করতে এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এক্সটেনশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেবাকালীন শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনাটি লঘু হয়ে পড়ে এবং এখন প্রায় লুপ্ত বলা চলে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ, খুব বড় আকারের এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬১ সালে, ৪ টি আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় সহ কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদ (NCERT) প্রতিষ্ঠা করা হল প্রাক্-সেবা ও সেবাকালীন শিক্ষণ কর্মসূচী চালু করার উদ্দেশ্যে। সেবাকালীন কর্মসূচী চালু করার জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদের প্রধান বিভাগ হল জাতীয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। জাতীয়স্তরের মডেলে রাজ্যগুলিও তৈরী করল রাজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (SIE), পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানগুলিই রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদে পরিণত হয়। এখন রাজ্যস্তরে শিক্ষকদের শিক্ষার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানগুলিরই। জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদ রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে শিক্ষকদের সামনে শিক্ষার সুযোগ তুলে ধরতে ধারাবাহিক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করে। এই পরিকল্পনা অবশ্য টেকেনি।

শিক্ষকদের বিকাশের উপাদানগুলি
বিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি
বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতকগণ
বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে মনোনয়ন এবং নিয়োগ
প্রাক্-সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ
— নার্সারী ও প্রাক্ বিদ্যালয়
— প্রাথমিক ও মৌলিক
— মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক
নতুন শিক্ষাগত উন্নতিসমূহ
বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা
—জাতীয় উদ্যোগ
— বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মসূচীসমূহ
— স্বল্পমেয়াদী পাঠ্যপ্রণালী
— দীর্ঘমেয়াদী পাঠ্যপ্রণালী
সংযুক্ত থাকা
— পরিদর্শন
— পরিবর্ত কর্মসূচী-সমূহ
— আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ
স্বপ্রণোদিত শিক্ষালাভ ও সৃজনশীল কার্যাবলী
সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ
— ন্যূনতম যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের জন্য
— সেবারত শিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্যে
— নতুন ভূমিকার জন্য
— পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত বিষয়াসমূহের উপর
শিক্ষক বিকাশ

সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী রূপায়ণের তৃতীয় ধাপ ছিল ছিল প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণকে সমর্থন ও পরিপুষ্ট করার জন্য গণমাধ্যমকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে শিক্ষা প্রযুক্তির কেন্দ্র স্থাপন। উপগ্রহ নির্দেশক টেলিভিশন পরীক্ষা (স্যাটেলাইট ইনস্ট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট) কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত এই প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা প্রযুক্তির কেন্দ্র বা CET) ছটি রাজ্যের ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে বহুবিধ গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ১৯৮৩ সালে এই শিক্ষাপ্রযুক্তি কেন্দ্র রূপান্তরিত হলো কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে (CIET) এবং এখন ৬ টি রাজ্যে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যা রাজ্য শিক্ষা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বা SIET নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষকদের জন্যে নানা কর্মসূচী তৈরী করে এবং প্রতি শনিবার উপগ্রহের মাধ্যমে দূরদর্শনে সম্প্রচার করে। এই পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় ও রাজ্যস্তরে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে শিক্ষা প্রযুক্তির পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হলো।

চতুর্থ পদক্ষেপ ছিল ভারত সরকার কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU) স্থাপন। এই বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত পদ্ধতিতে এবং দূর শিক্ষার মাধ্যমে সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচী চালু করে। এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভিডিও প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবাকালীন শিক্ষণ কর্মসূচী চালু করার পরিকল্পনা করছে।

১৯৭৩ সালেই শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ স্থাপন করার বিষয়টির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল যখন জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ (NCTE) তৈরী হলো অবিধিবদ্ধ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (NCERT) স্থাপনের মাধ্যমে।

এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষণ শিক্ষণের সমস্ত প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রককে পরামর্শ দিত। ১৯৯৩ সালে সংসদে আইন প্রণয়ন করে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ গঠন করে। এর নির্দেশিকা ছিল পরিকল্পিত ও সংহতরূপে সমস্ত স্তরে সেবাকালীন শিক্ষাসহ শিক্ষক শিক্ষণের বিকাশ এবং শিক্ষার মান রক্ষা করা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দেওয়া। সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণকে সহজবোধ্য ও শক্তিশালী করতে জাতীয় উদ্যোগের এটা হল পঞ্চম ধাপ।

৩.০৩ প্রসঙ্গ

জ্ঞাত বিষয় সেকেলে হয়ে যাওয়া এবং জ্ঞানভান্ডারের বিস্ফোরণের ফলে সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের কর্মসূচীর প্রয়োজন হল। শিক্ষাগত ও সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তনের জন্যও তা দরকার হল এবং শিক্ষকদের নতুন ও বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন হল। পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, দৃশ্য ও শ্রুতি, দূরসঞ্চার প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে সমযোপযোগী ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দাবি করে। কেন্দ্রীয় স্তরে কোন উদ্ভাবন কখনই সফল হবেনা যদি শিক্ষকদের সেই উদ্ভাবন রূপায়িত করার কাজে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর সহযোগিতা দিয়ে যথার্থ উদ্যোগী না করা হয়।

ভারতীয় পরিস্থিতিতে শিক্ষার বিকাশ, যেমন ১০ + ২ + ৩ পদ্ধতি, দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানকে আবশ্যিক করা, যেমন অন্তবর্তী মান নির্ধারণ, প্রশ্ন ব্যাঙ্ক, ধারাবাহিক ও ব্যাপক অগ্রগতির মাত্রা নির্ণয়, পরিবেশ শিক্ষা, জনসংখ্যাবিষয়ক শিক্ষা, কমপিউটার শিক্ষার মত নতুন বিষয়ের প্রচলন ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের দাবি করে। শিক্ষক সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন সুপারিশ করেছিল যে, শিক্ষকদের উচ্চপদে উন্নীত করা বা প্রমোশন নির্ভর করবে শিক্ষক কতগুলি শিক্ষণ কর্মসূচী সম্পূর্ণ করেছেন তার উপর। এই শর্তটি শিক্ষকদের নিয়মিত সেবাকালীন কর্মসূচীর দাবি করে।

সেবাকালীন কর্মসূচীর 'রূপান্তরের উদ্দেশ্যগুলি' যথা, উদ্যোগ গ্রহণের ক্রমবর্ধমান স্তর, নিজস্ব ধারণাগুলির পুষ্টি, অনুসন্ধানের বিকাশমান আবহাওয়া এবং শিক্ষকদের চিন্তাশীল, পেশাদারী ব্যক্তি হিসাবে তৈরী করা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষকদের গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে তাঁদের ভাবগ্রাহী, উদ্ভাবক এবং গতিশীল করে তোলার জন্যই রূপান্তরের উদ্দেশ্যগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দূরসঞ্চার এবং মুক্তবাজার নীতির বিকাশের ফলে বিশ্ব ক্রমশ নিকটতর হচ্ছে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ শব্দগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের এইজন্য, আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

যখন সেবাকালীন শিক্ষণ শিক্ষাজগতের সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই প্রাসঙ্গিক থাকে, সেই সময় দেখা গিয়েছে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় অগোছালো পদ্ধতিতে; ফলে শিক্ষানবীশগণ উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণের এই ধারা যদি সংশোধন করতে হয়, তবে প্রশিক্ষণ কৌশলে পেশাদারিত্ব আনা এবং পদ্ধতির মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করার ব্যাপক প্রয়াস চালাতে হবে।

৩.০৪ উদ্দেশ্যসমূহ

শিক্ষকদের বিকাশের লক্ষ্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা হিসাবে শিক্ষকতাকালীন শিক্ষাকে পরিগণিত করতে হলে, নিম্নবর্ণিত ব্যাপক উদ্দেশ্য থাকতে হবে ঃ—

—শিক্ষাক্রম ও কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতাহীন শিক্ষকদের যোগ্য হিসাবে উন্নীত করা, যাতে তাঁরা '+ ২' অথবা স্নাতক ডিগ্রি লাভে সমর্থ হন।

—বহু আগে, আগোছালো পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের পেশাদারী যোগ্যতার উন্নতিসাধন।

—নতুন ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা।

—পাঠ্যসূচী/পরিবর্তন যেমন, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং পাঠ্যসূচী নির্ধারণ সম্বন্ধে দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান।

—সমসাময়িক বিষয়বস্তুগুলির উপর প্রশিক্ষণ যেমন, শিক্ষালাভের ন্যূনতম স্তর, অপারেশন ব্লাকবোর্ড স্কিম, বঞ্চিত ছাত্রসমষ্টিকে শিক্ষাদান, শিক্ষালাভে সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষাগত চাহিদাপূরণ, অনুসন্ধানী দক্ষতার বিকাশ ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় গণমাধ্যমের ব্যবহার। শিক্ষা বিকাশের জন্য সমাজের অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

—কীভাবে পেশাদারিত্বের সঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এবং কীভাবে তা গ্রহণ করা যায় ও প্রশিক্ষণের প্রতি কী প্রতিক্রিয়া হয় এই বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৩.০৫ মডেল

বর্তমান সেবাকালীন কর্মসূচীকে কয়েকটি বিভাগে/মডেলে ভাগ করা যায় যেমন

১। প্রচলিত ক্যাম্পাস মডেল

NCERT, NIEPA, NCTE, SCERT, DIET এর মতো প্রতিষ্ঠান, শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের এক্সটেনশন বিভাগগুলি শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ সংগঠিত করে বিশেষভাবে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন ধারাবাহিক ও সুসংহত নির্ধারণ, পারস্পরিক ক্রিয়া শিক্ষাদান, মাননির্ণয় ও কৃতিত্বদান পদ্ধতি, ভাষা শিক্ষাদানে যোগযোগ পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষাদানে উদ্ভাবনী পদ্ধতি ইত্যাদি। এই কর্মসূচীগুলি সাধারণত কম সময়ভিত্তিক এবং প্রতিষ্ঠানেই এর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি দৃশ্য শ্রুতি প্রকরণ, প্রশিক্ষকরা খুব কমই ব্যবহার করেন। বক্তৃতা ও আদানপ্রদানের কিছুটা বাহ্যিক রূপই হলো শিক্ষণের সাধারণ পদ্ধতি।

২। গণমাধ্যম সমর্থিত মডেল

এই মডেলে বৈদ্যুতিন ও গণমাধ্যমের যেমন রেডিও, সম্প্রচার ও দূরদর্শনে প্রচার ইত্যাদির ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মডেলের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ SITE প্রজেক্ট এবং ক্লাসরুম ২০০০+ এর মধ্যে নিহিত। দুটি প্রজেক্টেই নির্দেশাবলীর বড় অংশ দৃশ্যশ্রুতি কর্মসূচী (audio-video-programme) ও দূরদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রচার হয়েছিল।

৩। কর্মসূচীভিত্তিক মডেল

অতীতে, NCERT — মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের সাহায্যে দুটি জরুরি প্রজেক্ট যা বিদ্যালয় শিক্ষকদের গণমুখী করে তোলার কর্মসূচী (PMOST) Programme of Mass orientation of school Teachers এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বিশেষ উন্মেষ উপযোগী কর্মসূচী (Special Orientation Programme for Primary Teachers) SOPT নামে পরিচিত তা চালু করেছিল। এই দুটি মডেলেই পর্যায়ক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গী (Cascade approach) ব্যবহার করেছিল।

৪। এন. জি. ও মডেল

সন্ধান (লোক জাস্বিস, রাজস্থান, জয়পুর) একলব্য (ভূপাল) জে কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন (বারাণসী) ইত্যাদি সেবাকালীন শিক্ষা প্রদান করে। প্রতিটি সংস্থাই তার সামগ্রিক উদ্দেশ্য, প্রাপ্ত সম্পদ ও নির্দিষ্ট মডেলের ভিতরে থেকেই কাজ চালায়।

৫। স্কুল ক্লাস্টার মডেল

DPEP পরিকল্পনায় (Project), সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ প্রদানে বিদ্যালয়সমষ্টিকে ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৪-৬৬ সালের শিক্ষা কমিশনের 'স্কুল কমপ্লেক্স' ধারণা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ প্রাথমিক শিক্ষা প্রজেক্টের 'স্কুল ক্লাস্টার' ধারণার সঙ্গে বর্তমান বিষয়ের কিছু মিল আছে।

উপরোক্ত পাঁচটি মডেল সত্ত্বেও কেউ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলিকে ভাগ করতে পারেন, যেমন সরাসরি বনাম পর্যায়ক্রমিক মডেল ; মুখোমুখি বনাম দূর-শিক্ষা মডেল, কেন্দ্রীয়ভাবে রচিত এবং আঞ্চলিকভাবে সমর্থিত কাঠামো বনাম অঞ্চলিকভাবে রচিত ও কেন্দ্রীয়ভাবে সমর্থিত মডেল ইত্যাদি।

৩.০৬ কৌশল

সেবাকালীন কর্মসূচীর উপযুক্ত রূপায়ণ পেশাদারি দক্ষতা দাবি করে। যোগ্যতার সঙ্গে কর্মসূচী রূপায়ণে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের শিক্ষক ঐ দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সামনে নিজেকে মেলে ধরবেন। এর মধ্যে আছে যথার্থ পরিকল্পনা, মানবসম্পদের যথার্থ মনোনয়ন, তা সঠিকস্থানে রাখা, যুক্তিবিজ্ঞান এবং অন্তর্নিহিত নির্ধারক উপাদান।

১। আঞ্চলিক

জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান যেমন, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদ, শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, (NIEPA), ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU), জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ (NCTE), কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (CBSE) এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) সংস্থাগুলি প্রশিক্ষকদের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়। রাজ্য স্তরে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদ (SCERT), রাজ্য শিক্ষা দপ্তর, রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইত্যাদি সংস্থা শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। জেলা শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (DIET) স্থাপনের পর, জেলাস্তরেও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পৌঁছেছে। এই নতুন ব্যবস্থা ও সুযোগকে স্বাগত জানান হয়েছে। বস্তুত, আরও দূরে যেতে হবে এবং ব্লক ও স্কুলসমষ্টি পর্যায় পর্যন্ত প্রশিক্ষণের সুবিধার বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রয়োজন আছে। আসলে, প্রশিক্ষণের সুযোগ পৌঁছে যাওয়া উচিত প্রতিষ্ঠান স্তর পর্যন্ত এবং প্রতিটি বিদ্যালয়েই সেবাকালীন শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২। টার্গেট গ্রুপস

ঐতিহাসিকভাবে, সেবাকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের উপর শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIEPA) স্থাপনের পর প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপ-অধিকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়। বিদ্যালয়ের প্রশাসন, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালন এগুলিই প্রশিক্ষণের বিষয়।

শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসক ছাড়াও কিছু মানুষ আছেন যাদের নিয়মিতভাবে শিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। প্রথম পর্যায়ে আসবেন প্রমুখ, প্রধান, সরপঞ্চ প্রভৃতি— প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার দিকে নজর রাখা যাঁদের দায়িত্ব।

এ ছাড়া শিক্ষণের আওতাভুক্ত হওয়া উচিত এমন অন্য এক শ্রেণীর যারা হল, গ্রন্থাগারিক, ছাত্রাবাস পরিচালক, কর্মক্ষেত্রে সরাসরি নিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মচারী, কেরানি ও উচ্চপদে আসীন কেরানি, অভিভাবকদের সংস্থার কর্মকর্তা এবং এই ধরনের অন্যান্য মানুষ।

৩। পদ্ধতি

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU) পরিচালিত কিছু কর্মসূচী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কর্মসূচীগুলির পদ্ধতি হল মুখোমুখি। সমস্ত সেবা-কালীন কর্মসূচীতে দূরশিক্ষার কৌশলের বিকাশ খুবই জরুরি। এই দূরশিক্ষা কৌশলের ভূমিকা কর্মসূচী অনুযায়ী পাল্টাতে পারে। দূরশিক্ষা কৌশল সেবাকালীন কর্মসূচীর খরচ ও সময়সীমাও কমিয়ে আনে।

৪। পরিচালন নীতি

যদি সেবাকালীন কর্মসূচীগুলির পদ্ধতিসমূহ কেউ সমীক্ষা করেন তবে তাঁকে দুঃখজনক উপসংহারে পৌঁছতে হবে। বেশিরভাগ কর্মসূচী শিক্ষককেন্দ্রিক এবং বক্তৃতাভিত্তিক। এখানে কোন পারস্পরিক ক্রিয়াশীল শিক্ষণ নেই। দৃশ্য-শ্রুতি প্রকরণ কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয় না। পড়াশোনার জিনিসগুলি এবং অন্যান্য সমর্থিত বস্তুগুলি প্রায়ই পাওয়া যায়না। (যদি বা পাওয়া যায়, তবে তা নিম্নমানের)। এমনকি বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে অনেক শিক্ষানবীশ প্রাণবন্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক কিছু পায় না, রসবোধ বা বৃত্তির স্পর্শ প্রায় নেই। দ্রুত বৈঠক, মেধায় ঝড় তোলা, প্যানেল আলোচনা, আলোচনা চক্র ইত্যাদি পদ্ধতি খুবই কম ব্যবহার হতে দেখা যায়।

পরিষেবাকালীন কর্মসূচী শুধু আন্তঃসক্রিয় এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণের দিকেই নজর দেবে না, এটা লক্ষ্য রাখবে পরিষেবাকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কেমনভাবে শিক্ষানবীশদের উদ্যোগ, নিজস্ব ধারণার বাস্তব উপলব্ধির সূত্রে রূপান্তর ঘটাচ্ছে। কেমনভাবে এই কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে বিষয়গুলির

অর্থ তৈরী ও ব্যাখ্যা করার কাজে উদ্যোগী করছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজনীয়ভাবেই 'গঠনমূলক' এবং 'অর্থবহ' এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রয়োজন। পরিষেবাকালীন কর্মসূচী যতদূর সম্ভব নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উন্নতিতে লক্ষ্য দেবে ঃ

— শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব
— পেশাগত এবং নিজের বিকাশের জন্য তাদের উদ্যোগ
— বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি এবং আধুনিক মনোভাব
— সামাজিক বাস্তবতার বিষয়ে তাদের উন্নত সচেতনা এবং — তাদের আদান-প্রদান ও নির্ধারণ দক্ষতা

শিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনাকালে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য শুধু দক্ষতা ও জ্ঞানের ওপরই প্রাধান্য দেওয়া নয়, সমানভাবে জ্ঞানের উপর জোর, প্রক্রিয়া এবং মূল্যবোধ সংক্রান্ত তিনটি নীতিও একই সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। প্রশিক্ষকরা যদি বৌদ্ধিক নম্রতা, উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে না তোলেন, তবে ঔদ্ধত্য, আত্মসন্তুষ্টির মত নেতিবাচক বোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। সহজেই কাজ করার পদ্ধতি তাদের অহংবোধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং নিচের দিকেও তা চলে যাবে, এভাবে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা লঘু হয়ে যাবে।

৩.০৭ উৎকর্ষ নিশ্চয়তা এবং কর্মসূচী রূপায়নের সূচক

সাধারণত, সেবাকালীন শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীর সাফল্য নির্ধারিত হয় শিক্ষানবীশদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে। কয়েকটি বিষয়ে কর্মসূচী সঠিক সময়ে চালু হয়েছিল কিনা, সময়সীমার মধ্যে শেষ হয়েছিল কিনা এবং অংশগ্রহণকারী হিসাবে লিপিবদ্ধ সকলেই কর্মসূচী পালনে উপস্থিত থেকেছেন কিনা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সাফল্য নির্ধারিত হয়। এগুলো আংশিক এবং এককালীন সূচক।

একটি সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গী নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে পারে ঃ

— কর্মসূচীর ফলাফল কী?
— কীভাবে কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে? (পদ্ধতি বিষয়ক)
— কর্মসূচী চালু করার জন্য কি কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে?
— কর্মসূচীর প্রসঙ্গটি কি?

প্রতিটি কর্মসূচীর নির্ধারণ নিম্নোক্ত মানের ভিত্তিতে হতে পারে ঃ

— সময়সীমা, রসদ এবং উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে কর্মসূচী যথাযথভাবে চালু হয়েছিল কি?
— কর্মসূচী কি উৎকৃষ্ট ফল দিয়েছে?

—কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় রসদের জোগান দেওয়া হয়েছে কি?
—দক্ষতার সঙ্গে কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে কি?
—বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মসূচী প্রাসঙ্গিক কি?
—কর্মসূচী কি সবার অথবা বেশির ভাগ শিক্ষকের চাহিদা পূরণ করেছে?
—কর্মসূচীর খরচ পুষিয়েছে কি?

৩.০৮ বিষয়সমূহ ঃ

সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণকে শিক্ষক-বিকাশের একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। এর সঙ্গে প্রাক্-সেবাকালীন শিক্ষার গভীর যোগাযোগ আছে। শিক্ষকদের বিকাশে এর ভূমিকা আছে। প্রতিটি শিক্ষক ৪-৫ বছর পর এই সেবাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রকাশিত হয় ঃ

শিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সমষ্টির মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা?

—উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তবে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির প্রতি জেলাতে এটা চালু করা যায় কিনা?
—কয়েকটি সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী যা প্রাক্-সেবাকালীন কর্মসূচীর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এবং যা বিবর্তিত, তার উপর আস্থা রাখা যায় কিনা যাতে শিক্ষক যথাযথ ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পেতে পারেন।
—প্রাক্ সেবাকালীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাক্-সেবাকালীন ও সেবাকালীন এই দুই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য সক্ষম করা যায় কিনা?
—সেবাকালীন কর্মসূচীর মধ্যে দূর এবং দূরসঞ্চার প্রযুক্তি গড়ে তোলা যায় কিনা?
—শিক্ষণ সংস্কৃতিকে কীভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, যেমন শিক্ষণ প্রযুক্তিকে কীভাবে পেশাদারি করা যায় এবং শিক্ষানবীশদের সঙ্গে কীভাবে এই সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানো যায় ও শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে তাঁদের উৎসাহিত করা যায়।
—সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষণ সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব কিনা?

৪. পাঠ্যসূচী পরিচালনা

৪.০১ ভূমিকা

বর্তমান প্রসঙ্গে পাঠ্যসূচী, সামগ্রিকভাবে কেতাবি শিক্ষা ব্যবহারিক ও অনুপূরক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা ছাত্রদের কাছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সারবত্তা, যা পাঠ্যসূচীর প্রধান অঙ্গ তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, শিক্ষার তত্ত্ব, ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবহারিক কর্মসূচী।

৪.০২ শিক্ষার তত্ত্ব

পাঠ্যসূচীর বিশেষ শাখা হিসাবে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই বহুমুখী। শিক্ষায় বিভিন্ন শাখা তার পূর্বলক্ষণ, প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ান্তরে যে উপাদান সেই সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত। সঠিক বোঝাপড়া, অন্তর্দৃষ্টি, এবং এইক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা বিকশিত করতে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী সামগ্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতি পদক্ষেপেই তত্ত্ব ও অনুশীলনের পরিপূরক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ভাবী শিক্ষকদের, শ্রেণীকক্ষে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সুসংগঠিত সহজবোধ্য করে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর গভীর এবং ব্যাপক আলাপ-আলোচনা এবং আদান-প্রদানের দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার পুনর্নবীকরণকে ‘শিক্ষাদানের একমুখী বা পর্যায়ক্রমিক ধারণার’ বিকল্প হিসাবে একটি যোগাযোগকারী প্রক্রিয়ারূপে গ্রহণ করতে হবে। মানসিক শক্তির চর্চা, গঠন ও বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যিক যা একমাত্র পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার চলতি ঝোঁকের বিপরীত।

পাঠ্য-প্রণালীর বিভিন্ন অংশ, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা ও সামাজিক লক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা প্রয়োজন। তাত্ত্বিক পাঠ্যপ্রণালী সম্পর্কে শিক্ষা একটি পদ্ধতি হিসাবে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে তৈরী ইউনিটের মাধ্যমে দেওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের প্রত্যেকটি ইউনিট একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাদানের ইউনিট হিসাবে বিবেচিত। আবার একই সময়ে এটি ছাত্র-

শিক্ষকের মধ্যে গড়ে ওঠা যোগাযোগ এবং শিক্ষকের কাছে ছাত্রের চাহিদা তৈরি করার প্রক্রিয়াসহ সামগ্রিক পাঠ্যসূচীর একটি অংশ। এইভাবে শিক্ষালাভ পাঠাগারের সাহায্যে, আলোচনাসভা, টিউটোরিয়াল এবং ছোট ছোট গ্রুপে আলোচনার মাধ্যমে শক্তিশালী করা যেতে পারে। আত্মঅধ্যয়ন এবং স্ব-প্রণোদিত শিক্ষালাভ পাঠ্যসূচী পরিচালন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এর ফলে ধ্যানধারণার আরও ভালো বোঝাপড়া এবং বিষয়বস্তুর মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছান সম্ভব হয়।

শিক্ষা-সম্পর্কিত অধ্যয়ন বিষয়ে সুসংহত বোঝাপড়া এবং দূরদৃষ্টির বিকাশ ঘটাবার জন্য শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে এবং অবশ্যই তার যথার্থ রূপ দিতে হবে। শিক্ষালাভের ফলাফলের ধারাবাহিক মূল্যায়ণ করতে হবে। ছোট ছোট শিক্ষাদানের ইউনিট নিয়ে কাজকর্ম করার এটাই মৌলিক বিষয়। জ্ঞান— আরও ভালো জ্ঞান সঞ্চার করতে পরিচালন প্রণালীর পরিবর্তন, খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং বিকশিত করায় তা সাহায্য করবে।

অন্যান্য আরও দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে যেমন, পাঠ্য-প্রণালীর পরিচালনের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী যা প্রত্যেক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আলোচনার দাবি রাখে।

৪.০৩ ছাত্র শিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবহারিক কর্মকান্ড

দেশের বিভিন্ন অংশে শিক্ষক তৈরির বিভিন্ন পর্ব এবং পর্যায়ে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু আছে তা শিক্ষক প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থায় এক দুর্বলতম যোগসূত্র হিসেবেই রয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৬/৯২ জাতীয় শিক্ষানীতি এবং তার ভিত্তিতে রূপায়ণ কর্মসূচী সহ বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের নানান সুপারিশ সত্বেও এমনটি ঘটেছে।

শিক্ষাচর্চা তার তত্ত্বের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এটা অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি ভালো তত্ত্বই ভালো অনুশীলন বা চর্চার দিকে নিয়ে যায়। এবং উল্টোভাবেও তা সত্যি। শিক্ষার তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে ভারসাম্য আনতে গেলে সেইজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং সময়সূচী করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সঠিক দিক নির্দেশ করা যায়।

৪.০৪ ছাত্র-শিক্ষণ

ছাত্রদের শিক্ষাদান বহুদিন আগে হাবার্ট যেভাবে ভেবেছিলেন আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তার সামান্য কিছু পরিবর্তন এখানে ওখানে হলেও তার থেকে খুব সামান্যই অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষাদানের সুক্ষ্ম পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট কলা-কৌশল যা শিক্ষাদানের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে নিয়োজিত, তা কিছুটা সাহায্য করেছে। বিষয় ও পদ্ধতির কৌশল যা নেওয়া হয়েছে তা বিষয়বস্তুর একটি অতিরিক্ত খন্ড হিসাবে যুক্ত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং সংযুক্তির লক্ষ্য অর্জন ছাড়াই। সমস্যা সমাধানের কৌশল, আবিষ্কার পদ্ধতি, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ এবং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দের মত অন্যান্য দেশীয় মনীষীদের অবদান শিক্ষক শিক্ষণে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা বিকশিত করার ক্ষমতা রাখে। প্রয়োগের দিক থেকে শিক্ষাগত প্রযুক্তি তথ্যমূলক শিক্ষা এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সজ্জিত শিক্ষালাভের কৃৎ-কৌশল বিভিন্ন কারণে খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। এর কারণ অনেকগুলি যেমন অনীহা, রসদের অভাব, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি। শিক্ষালাভের রসদ, শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এমন কি বিদ্যালয়েও যেখানেই পাওয়া যাক সেগুলোও সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য ভবিষ্যত শিক্ষক তৈরীর পূর্বশর্ত কয়েকটি উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে ভাবা যেতে পারে যেমন, প্রাথমিক পরিচয়, বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার প্রকাশ বিশেষত বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ, সমাজের আর্থ-সমাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাবলী। প্রাথমিক পরিচয় কর্মসূচী ভাবী শিক্ষকদের বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের কর্মসূচী — পাঠ্যসূচী এবং সহ পাঠ্যসূচী সম্পর্কে অবগত করতে পারে। এর সঙ্গে, শ্রেণীকক্ষে যথার্থ শিক্ষাদান সম্পর্কেও তাঁরা প্রস্তুত থাকবেন। শিক্ষাদান অনুশীলন প্রণালী/নির্দিষ্ট আলোচনার দ্বারা ইন্টার্নশিপ, মডেল/প্রদর্শন পাঠ্যক্রম, পাঠ্য-অধ্যায় পরিকল্পনার প্রস্তুতি যা শিক্ষাদানকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন, স্নেহ অনুভূতি সম্পন্ন এবং মনস্তাত্বিক বিকাশের জন্যও তাঁদের ভূমিকা পালন সাহায্য করবে।

বর্তমানকালে পড়ার নোট তৈরীর চলতি পদ্ধতি, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল শিক্ষণের কোন সুযোগ তৈরী করেনি। এই মুহূর্তে প্রয়োজন, শিক্ষাদান ও লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকাশ এবং বিভিন্ন সাম্প্রতিক অনুসন্ধানগুলির ব্যবহার এবং তা থেকে বাছাই করে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা।

শিক্ষণ চর্চা আবশ্যিকভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক, ভাবী-শিক্ষক ও স্কুল শিক্ষকদের যৌথ দায়িত্ব।

শিক্ষক প্রশিক্ষকরা প্রাক্-টিউটোরিয়াল, টিউটোরিয়াল এবং তার পরবর্তী ধাপের কর্মসূচীকে সহজ করে তুলবেন এবং পরিচালনা করবেন, যার ভিতর দিয়ে একজন পড়ুয়া শিক্ষক উন্নতি করতে পারেন। এই যৌথ প্রয়াসে একজন পড়ুয়া শিক্ষকের ভূমিকা নির্ভর করে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ও পর্যায়ে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে যথোপযুক্তভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনীয় আকৃতি ও কাঠামোয় উপযোগী করে তুলতে হবে।

৪.০৫ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের বাইরে অন্যান্য ব্যবহারিক কাজ

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ব্যাতীত অন্যান্য ব্যবহারিক কাজকে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা, সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

৪.০৫-১ *বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা*

শিক্ষানবীশ শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালনে তাঁকে তৈরী করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটা অবশ্যই সামর্থ্য তৈরী করার লক্ষ্যে অন্যান্য যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালন দক্ষতা, সাংগঠনিক যোগ্যতা, নেতৃত্বের দক্ষতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল সক্ষমতাকে অবলম্বন করে হতে পারে।

বিদ্যালয়ের পরিস্থিতিতে, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষককে যে ভূমিকা পালন করতে হবে তার পরিধি বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্যে বিস্তৃত। যেমন, বিদ্যালয়ের নথিপত্র/খাতা সংরক্ষণ করা, ল্যাবরেটরিযপাঠাগার পরিচালনা, নির্দেশনা প্রকরণযযন্ত্রপাতি তৈরীযমেরামতযপাঠ্যপুস্তক তৈরীযমনোনয়ন করা, পদার্থের স্বরূপ নির্ণায়ক বস্তু তৈরী করা, দায়িত্ব অর্পণ করা, ছাত্রদের ভর্তি ও মনোনয়ন, ছাত্রদের প্রগতি রিপোর্ট সংরক্ষণ করা, বিদ্যালয়ের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী, বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং শ্রেণীকক্ষের পরিচালনা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক কার্যকলাপের মধ্যে নাটকের ক্লাব, নাট্যচর্চা, সাক্ষরতার কাজ, ঘরের ভিতরের কাজ এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠিক করা ইত্যাদিও অর্ন্তভুক্ত হতে পারে।

৪.০৫-২ *সামাজিক অভিজ্ঞতা*

আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যে আদান প্রদানের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক বিকাশে নানা ধরনের কর্মকান্ড চালানোর কথা ভাবা যেতে পারে, যেমন শিশুদের জন্মদিন পালন করা, পিতামাতা বা অভিভাবক দিবস পালন করা, বিদ্যালয়ের উন্নয়নে পিতামাতা ও শিক্ষকদের সংস্থাকে সক্রিয় করে তোলা, বিদ্যালয় এবং সমাজের উদ্যোগে খেলাধূলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সংগঠিত করা, শিক্ষার জন্য সমাজিক সম্পদের ব্যবহার, শিশুদের প্রেক্ষাপট বোঝা, সমাজের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জাতীয় দিবসগুলি পালন করা, পরিবেশ শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা, বৃক্ষরোপন/সামাজিক বনসৃজন (যা অবশ্যই সামাজিক অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবে) ইত্যাদি।

একইভাবে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য কর্মকান্ড সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করবে এবং তা সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে বর্ধিত হবে। এটা হবে সাক্ষরতা কর্মসূচী সংগঠিত করার জন্য সামাজিক সম্পদকে সঞ্চিত করা, পরিবেশ শিক্ষা, সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজের কর্মসূচী, স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচী, ইত্যাদির মাধ্যম। এধরনের কর্মসূচী সংগঠনের ফলে শিক্ষানবীশ শিক্ষকেরা আত্মবিশ্বাসী এবং উদ্যোগী হবেন এবং তাঁদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে এটা আশা করা যায়।

৪.০৫-৩ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ

সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বিদ্যালয়ভিত্তিক নানা ধরনের কাজ আছে যা সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজের আওতায় আসতে পারে। যেমন, স্কুলের গাছ ও খেলাধূলার মাঠ রক্ষা করা, পরিচ্ছন্নতা, আসবাবপত্র মেরামত এবং নির্দেশিকা প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা, এছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজ আছে যেমন 'স্কাউটিং' সংগঠিত করা, মেয়েদের জন্য 'গাইডিং' সংগঠিত করা, রেড ক্রশ/প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি। যদি লোকসমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতায়াত এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, ফিল্ডওয়ার্ক, প্রকৃতিপাঠ, বিদ্যালয় সমবায়/ সেভিংস ব্যাঙ্ক, খেলাধূলা ও অন্যান্য পাঠ্যসূচী সহায়ক কর্মকান্ড কর্মসূচীর একটি অংশ হিসাবে সযত্নে সংগঠিত করা যায় তবে নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী গড়ে তোলার পক্ষে তা সহায়ক হবে এবং একটা বড় ধরনের শিক্ষা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাও হবে।

৪.০৫-৪ পরিচালন পদ্ধতি

শিক্ষানবীশ শিক্ষকদের সর্বার্থসাধক করার জন্য সামর্থ্য তৈরী ও শক্তিশালী শিক্ষাদানের বাইরে অন্যান্য কাজ সংগঠিত করার জন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে যুক্ত হবে শিক্ষক প্রশিক্ষক ও বিদ্যালয় শিক্ষকের যৌথ তত্ত্বাবধান। ভাবী শিক্ষককে শিক্ষণ অনুশীলনকালে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। যেমন বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সামাজিক রসদের ব্যবহার, সামাজিক জীবনযাত্রার গুণমান উন্নত করতে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে আদান প্রদান, আঞ্চলিক প্রয়োজন ও রসদ অনুযায়ী নানা ধরনের কর্মসূচী সংগঠিত করার জন্য নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী।

পরিচালন পদ্ধতি, উদাহরণস্বরূপ, বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতা উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য গণ অংশগ্রহণ, লোকসংগীত, পথ নাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে করা যেতে পারে। ব্যবহারিক কাজের পরিচালনার আরও কিছু কৌশল হতে পারে যেমন, বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা নির্দিষ্ট করা, সমাজিক পরিচ্ছন্নতার জন্য নানা ধরনের কাজ, সাফল্য সংক্রান্ত ঘটনা সংগ্রহ করা ও সমাজে তা প্রচার করা, সমস্ত গৃহীত কর্মসূচীর উপর ছোট ছোট রচনা, পাঠাগার, ছাত্রবৃত্রি, পুরস্কার, ছাত্র সাহাযার্থে তহবিল, উৎসব উদ্‌যাপন ইত্যাদির জন্য সামাজিক রসদের ব্যবহার, ছাত্র পিতামাতা— সমাজের যোগাযোগ কর্মসূচী এবং আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠানের সামাজিক অংশগ্রহণের বিষয়টি মাথায় রেখে কল্যাণার্থে অনুষ্ঠান সংগঠিত করা ইত্যাদি।

একজন শিক্ষানবীশ শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারিক কাজ করবেন যা নির্দেশ প্রদান এবং কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত কোন কিছুও হতে পারে। ভাবী শিক্ষক যোগ্যতার বিকাশ ঘটাবেন, যেমন বিভিন্ন বস্তুর নির্দিষ্ট করণ, দেশীয় এবং কম খরচের বস্তু

তৈরীতে দক্ষতা, বিচারবুদ্ধি দিয়ে পছন্দ করা এবং বর্ধিত শিক্ষালাভ ও শিক্ষার জন্য সামাজিক সম্পদ ব্যবহার— (যা শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।) সামাজিক সম্পদের বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুতি, নির্দেশিকা প্রকরণ, কম্পিউটার সফটওয়ার ও হার্ডওয়ারের বিকাশ। শিক্ষানবীশ শিক্ষককে রোগ নির্ণয়ের কৌশল, নিরাময়, পরিচালনা ও পরামর্শদান, শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-শিক্ষক আদান প্রদান, শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত বোঝা, শিক্ষার নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান/আইন, এর সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিত ব্যাপক মান নির্ধারণ রেকর্ড সংরক্ষণ, বিদ্যালয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হবেন এবং পেশাদারী দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতা সম্বন্ধে সচেতন হবেন। ইন্টার্নশিপের একটা ন্যায্য সময়সীমার মধ্যে শিক্ষানবীশ শিক্ষক এই ধরনের বেশির ভাগ কর্মসূচীর দায়িত্ব নেবেন এটা আশা করা যায়। এই ধরনের কিছু কর্মসূচীকে শিক্ষাদান অনুশীলনের সঙ্গে সংহত করতে হবে। ব্যবহারিক কাজের অর্থবহ সংগঠনের জন্য পাঠ্য অধ্যায় প্রদর্শন, বক্তৃতামালা, ছদ্মবেশধারণ অভিনয় করা, সুক্ষ্মভাবে শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য ইন্টার্ণশিপের আগের পর্যায়কে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সামাজিক সম্পর্কযুক্ত ব্যবহারিক কাজের পরিচালন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় শিক্ষক ও ভাবী শিক্ষকের ও ছাত্রদের পিতামাতাদের মধ্যে আদান প্রদান, পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির বয়স্ক নাগরিকগণও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। বিদ্যালয়ের সবলতা ও দুর্বলতা নিরূপণ, চাহিদা ও সমস্যা, শিক্ষালাভের নির্দিষ্ট সমস্যা যেমন — পড়া ছেড়ে দেওয়া (ড্রপ-আউট), মাদক-আসক্তি, ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা/শিক্ষালাভের অসুবিধাসমূহ নির্দিষ্ট করার জন্য পড়ুয়াশিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের (সাধারণত অনুশীলনের বিদ্যালয়) দায়িত্ব নিতে পারেন। পড়ুয়া শিক্ষকরা পথ-নাটিকা পরিবেশন করতে পারেন। এর মাধ্যমে সামাজিক সম্পদকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে এবং এর ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে আরও বেশি অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও প্রেরণা সঞ্চার করা যাবে।

বিদ্যালয় বা সমাজের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে নানাভাবে শিক্ষাদান ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যবহারিক কাজের পরিচালন কৌশল সম্বন্ধে চিন্তা করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কাজ বা কার্যাবলী সাধনে দক্ষতার নিরিখে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্নভাবে এর পরিচালন ও নির্ধারণ পদ্ধতির কথাও কেউ চিন্তা করতে পারেন।

৪.০৬ সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ

বর্তমান অবস্থায় আসতে 'সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ' অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। মার্কসের 'উৎপাদনমুখী শ্রমের যৌগ' থেকে উড অ্যাবটস এর

'বৃত্তিগত' শিক্ষালাভ, গান্ধীর 'শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে খাদি' আবার কোঠারির 'কাজের অভিজ্ঞতা' পদ্ধতি নেওয়া যাকে ঈশ্বর ভাই প্যাটেল 'সামাজিক মূল্য বিহীন' ভেবেছিলেন এবং সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ বা 'Socially useful productive work' (SUPW) শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার কেন্দ্রকে ভাষার বেশি কচকচানি থেকে ব্যবহারিক কাজের দিকে সরিয়ে আনা। এখন SUPW বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার একটা অখন্ড অংশ হিসাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে না হলেও, তত্ত্বগতভাবে পরিগণিত হয়েছে।

এটি শিক্ষক এবং রসদ পাওয়া ছাড়াও কিছু শিক্ষাগত প্রশ্ন তুলেছে। প্রশ্নগুলি হল এরকম ঃ

—অন্যান্য পাঠ্যসূচি ও উপপাঠ্যসূচীর সঙ্গে এটিকে কীভাবে সংহত করা যায়?

—ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কীভাবে শ্রমের মর্যাদা ও কর্মীর নৈতিকতার বিষয়ে ধারনা মুদ্রিত করা যায়?

—কীভাবে সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজের জন্য প্রাপ্ত সামাজিক সম্পদকে ব্যবহার করা যায় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য স্থিতাবস্থা ভাঙা যায়?

—কীভাবে সমাজ এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজকে যুক্ত করা যায়?

—কীভাবে এর শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায়?

—মানবিক ব্যক্তিত্ব এবং একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ/বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে শিক্ষকদের কীভাবে সমর্থ করা যায়?

—সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ওপর এর ফলাফল কী?

৪.০৭ মূল্যবোধ শিক্ষা

সমাজে মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে মূল্যবোধ শিক্ষা। এই কারণে, পাঠ্যসূচী পরিচালনের অধ্যায়ে মূল্যবোধ শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে।

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বোধশক্তি হল ভিত্তি। এর অর্থ, ভাবী শিক্ষকরা মূল্যবোধ আত্মস্থ করতে মূল্যবোধ সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলি — ধারণা, প্রকৃতি ও সমস্যা ইত্যাদি অনুধাবন করবেন। এটাও তাঁদের কাছে কাঙ্ক্ষিত যে, তাঁরা আমাদের সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে এবং আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থাকবেন।

ভাবী শিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান বোঝা, সমসাময়িক প্রসঙ্গে মূল্যবোধের ব্যাখ্যা, এবং

ছাত্রদের মধ্যে এটা সঞ্চারিত করার কৌশল নির্ণয় করতে তাঁরা সক্ষম হবেন, এটা নিশ্চিত করা।

এই প্রসঙ্গে এটা বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, মূল্যবোধ সরাসরি শেখানো যাবে কিনা এবং কোন পথে ভাবী শিক্ষকমন্ডলী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ সঞ্চার করতে পারবেন।

৫. শিক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থা/দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য শিক্ষকের প্রস্তুতি

৫.০১. ভূমিকা

প্রথাগত পদ্ধতির দুর্বলতা ও ঘাটতিগুলিই শিক্ষায় বিকল্প পথের সন্ধানে এগিয়ে দিয়েছে। এই বিকল্পগুলির মধ্যে আছে প্রথাবর্হির্ভূত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, দূর-শিক্ষা ইত্যাদি। বিভিন্ন বিকল্প মাধ্যমের সাহায্যে যখন শিক্ষা প্রসার ও উন্নতির অনেক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মাধিকারীর স্বল্পতা তখন এক বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। অবশ্য, শিক্ষক প্রস্তুতির বর্তমান কাঠামোতে এই কর্মাধিকারীদের তৈরী করা সম্ভব নয়। যেহেতু তাঁদের ভিন্ন প্রকৃতির কাজ করতে হবে, তাই প্রশিক্ষণ হতে হবে নির্দিষ্ট কাজ ভিত্তিক। বিকল্প নীতির রূপায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মাধিকারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়াতে প্রস্তুতি এবং তাদের প্রয়োজনমত শিক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার প্রয়োজন।

৫.০২. প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষাকাঠামোর বাইরে একটি সংগঠিত ও পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রম, এটা জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট সমষ্টিকে শিক্ষা গ্রহণে অভিজ্ঞ করে তোলে। এটা আনুষঙ্গিক কাজ নয় বরং পরিকল্পিত, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সংগঠিত। প্রাথমিকভাবে, এটা পরীক্ষাভিত্তিক ছিল না কিন্তু এখন এর কার্যকারিতা এই লক্ষ্য অর্জনেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

কোন কোন প্রসঙ্গে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে তাৎক্ষণিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত দুটি শিক্ষাই ব্যক্তির শিক্ষার সুযোগ, বুদ্ধি ও বিকাশ সাধনে সংগঠিত হয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠানিক পরিচালক এবং শিক্ষা প্রণালীর সংগঠনের মধ্যে ফারাক আছে। কর্মাধিকারীদের শিক্ষণের সময় এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। কর্মাধিকারীদের এই শিক্ষণের উদ্দেশ্য তাই নিম্নরূপঃ—

—কর্মাধিকারীদের নির্দিষ্ট কাজের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান ও প্রস্তুতির সর্বশেষ উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত করা।

—ভারত্তের সামাজিক বাস্তবতার সম্বন্ধে তাদের বিশ্লেষক সচেতনতা বাড়ানো।
—শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকগুলি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করা।
—সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করতে তথ্য যোগান দেওয়া ও দক্ষ করে তোলা।
—বিস্তৃত পরিধি থেকে সমর্থন পেতে তাদের সমর্থ করা।
—সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল মনোভাব গড়ে তোলা
—উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য তাদের মধ্যে ইচ্ছা জাগানো

৫.০৩ পাঠ্যক্রম

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষায় কর্মাধিকারীদের পাঠ্যসূচী হবে প্রয়োজন-ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট কর্ম-ভিত্তিক। ওটা হবে তাদের যে ধরনের কাজ করতে হবে তার ওপর নির্ভর করে। অবশ্যই কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় নিশ্চিতভাবেই বিবেচনায় রাখতে হবে। এগুলো হল ঃ

—ভারতের সুসংহত সংস্কৃতি এবং তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত ঐক্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা।
—চিন্তার উপাদান হিসাবে বিজ্ঞান, ইতিহাসে এর ভূমিকা, সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়া।
—ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারতীয় সংবিধান ও জাতীয় উন্নতি।
—ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সমাজ ও অর্থনীতির উপর এর প্রতিক্রিয়া
—শিক্ষার বিকাশ ও সমসাময়িক ভারতীয় শিক্ষার পদ্ধতি সমূহ
—ভারতীয় কৃষি ও এর সাধারণ সমস্যাগুলি
—পরিবেশ ও জনসংখ্যাগত সমস্যা
—মানুষের মনস্তত্ব ও ব্যবহার
—সমসাময়িক ভারত, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞান
—আদান-প্রদানের দক্ষতা, মাধ্যম ও শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার
—নির্দেশক বস্তুর উৎপাদন
—ব্যবহারিক/কর্মক্ষেত্রভিত্তিক কাজ

৫.০৪ পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী

—অঞ্চলের কর্মাধিকারীদের জন্য শিক্ষাক্রম এবং কর্মসূচীকে নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা
—গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয় এবং স্বল্প সময়ভিত্তিক শিক্ষণ কর্মসূচী

—আলোচনা চক্র, সম্মেলন, কর্মশালা

—বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কর্মশালা

—অনুপূরক শিক্ষা পরিকল্পনা, গণমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার

৫.০৫ পরিচালন পদ্ধতি

শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যয়নের বিশেষ শাখা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে বিশেষ করে বি.এড, এম. এড, এম.এ (শিক্ষণ) এম. এ (সমাজ বিকাশ) এবং এম. এ (গ্রামীণ অর্থনীতি)।

—অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে অধ্যক্ষ, বিদ্যালয় শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ এবং প্রশাসনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

— বেসরকারী সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজে লাগানো

—অংশগ্রহণকারীদের মান নির্ধারণ

৫.০৬. বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে অনেক পথ অতিক্রম করেছে। তিরিশের দশকে সাধারণ সাক্ষরতা প্রচার থেকে শুরু করে (যখন এটা 'অধিকতর শিক্ষা' থেকে আলাদা হল) যাটের দশকে তা আরও সংহত ও ব্যাপক হল। এখন তা কার্যকরী সাক্ষরতা, সংখ্যাতত্ত্ব এবং প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। UNESCO-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে আজীবন শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখা হয়। প্রথা বহির্ভূত ও ধারাবাহিক শিক্ষার কিছু কাজের এটা প্রতিরূপ। আধুনিক জগতে টিকে থেকে কার্যকরী ও 'ভালো জীবন যাপন' করতে দক্ষ করে তোলার বিষয়টি বয়স্ক শিক্ষার কাছে কাঙ্ক্ষিত। এখন প্রাপ্তবয়স্কদের সকলকে বিশেষ করে ১৫-৩৫ বৎসর বয়সীদের এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষকদের সাহায্য সহ সাহায্য ছাড়া 'শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা' বিকাশে দক্ষতা বাড়ানোই এর লক্ষ্য।

সবসময়ের ছাত্র নয় এবং প্রথাগত শিক্ষা পায়নি এমন মানুষদের নিয়েই বয়স্ক শিক্ষা চিন্তা করে এর ভিতর থেকে অর্জিত জ্ঞান ও বিকশিত দক্ষতা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়। এভাবে এটা প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে পড়ে। বয়স্ক শিক্ষা এমন আগের থেকে অনেক বিস্তৃত ধারণা। নারী পুরুষের সারা জীবনের ক্ষেত্রে এটা এখন গৃহীত হয়েছে। কর্মাধিকারীদের শিক্ষণে এর প্রতিক্রিয়া আছে।

৫.০৬.১ বয়স্ক শিক্ষায় কর্মাধিকারীদের উদ্দেশ্য

বয়স্ক শিক্ষায় কর্মাধিকারীদের শিক্ষণের উদ্দেশ্য বয়স্ক শিক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে থেকে বোঝা যায় ঃ

—সামাজিক চেতনা বিকাশে তাদের সমর্থ করা

—কার্যকরী সাক্ষরতা কর্মসূচী প্রসঙ্গে দক্ষতা বাড়ানো

—ক্ষতিকর, পক্ষপাতদুষ্ট, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মুক্ত করা

—উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে তাদের প্রস্তুত করা

—শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য শিক্ষার ইচ্ছা ও সুপ্ত বাসনার বিকাশ

—তাদের আর্থিক যোগ্যতা বাড়ানো এবং ইতিবাচক নৈতিকতার চর্চায় উৎসাহিত করা।

—দেশপ্রেম, আর্ন্তজাতিক সচেতনতা এবং একত্রে বসবাসের ধ্যানধারণা সম্বন্ধে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা

—সামাজিক নীতির সঙ্গে ব্যক্তি-মর্যাদার সমন্বয় ঘটাতে তাদের সক্ষম করা

—শিক্ষার্থী এবং তাদের প্রয়োজন বোঝা

—মানবাধিকার সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা

—পরিবেশ ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা বুঝতে তাদের সক্ষম করা

—মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা থেকে অন্যদের প্রতি দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটানো।

৫.০৭ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

কর্মসূচীকে তাই অংশগ্রহণমূলক, নমনীয়, প্রাসঙ্গিক, বহুমুখী, প্রয়োজনভিত্তিক এবং পরিকল্পিত হতে হবে। অন্যান্যর সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে এই কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত করা দরকার ঃ

—বয়স্ক শিক্ষার সমস্যা ও বিষয়সমূহ

—ভারতীয় উত্তরাধিকার— ভারতের বৈচিত্র্য ও ঐক্য

—স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারতীয় সংবিধান, ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতীরাজ

—সমসাময়িক ভারত এবং বিশ্ব

—বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়া

—ভারতে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

—আর্থিক ও সমাজিক সমস্যা

—মহিলা, সংখ্যালঘু এবং সমাজে কম কর্ম-সুবিধাভোগী মানুষের সমস্যাসমূহ

—বয়স্কদের শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত করা

৫.০৮. পরিচালন পদ্ধতি

এই ক্ষেত্রে কর্মাধিকারীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষায় যোগ্যতা বাড়ানো জরুরি। এজন্য বক্তৃতামালা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে এবং নানা কৌশলের মাধ্যমে আত্মশিক্ষার উপর জোর দিতে হবে যেমন ঃ—

—কর্মশালা
—আলোচনাচক্র
—বিতর্কসভা ও আলোচনা
— বেড়ানো ও শিক্ষামূলক ভ্রমণ
—গ্রন্থগারের কাজ, পরীক্ষাগারের কাজ এবং কর্মপরিস্থিতির সঠিক অভিজ্ঞতা
—ভাষাগত শিক্ষাবিজ্ঞান

৫.০৯ দূর-শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষার জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরির কাঠামো বানানোর উদ্দেশে গঠিত দূর-শিক্ষা এখন পেশাদারি ও প্রযুক্তিশিক্ষা সহ প্রাথমিক থেকে তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষার প্রায় সমান্তরাল পদ্ধতি হিসাবে বিকশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি নানাকারণে যারা প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পায়নি তাদের শিক্ষার উপর নজর দিয়েছিল। সম্প্রতি এটি তার নিজস্ব অধিকারবলে একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত, যার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী আছে।

৫.১০. দূরশিক্ষার উদ্দেশ্য ও সুযোগ

—যারা প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের জ্ঞান সঞ্চার এবং বিশেষজ্ঞ করে তোলার সুযোগ করে দেওয়া।
—আজীবন শিক্ষার অভ্যাস প্রতিষ্ঠা করা।
—তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে সর্বাধুনিক তথ্য ও দক্ষতার যোগান দেওয়া
—সাহিত্য ও রসদ সামগ্রী তৈরী করা
—সময়ের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে নমনীয় হয়ে একজনের স্বাভাবিক ক্ষমতায় সুবিধামত শিক্ষাগ্রহণের সহজ ব্যবস্থা করা

দূর-শিক্ষার সুযোগ

দূর-শিক্ষা আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত দিকগুলিকে পরিবেষ্টিত করে

ব্যক্তিগত — ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদাপূরণ, সংশোধিত ও ক্ষতিপূরক শিক্ষা, কোন একজনের বিকাশের জন্য প্রথাগত শিক্ষার বিস্তার।

অর্থনৈতিক — পেশাগত পুনর্বিন্যাস, শিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে তৈরী করা।

বৃত্তিগত — জ্ঞানার্জন ও কুশলী হওয়ার কাল নির্দেশে ভুলগুলি দূর করার জন্য পেশাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অর্জন ও তা সময়োপযোগী করা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিকভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অভ্যাস বিকাশ, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ সচেতনতা, সামাজিক বোঝাপড়া ও দক্ষতা বাড়ানো এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার চর্চা।

কেতাবি শিক্ষাগত—জ্ঞানের আধুনিকীকরণ-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয়-ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সমাজের নতুন প্রয়োজন মেটাতে জ্ঞান - ভান্ডারের পুনর্গঠন।

সাংস্কৃতিক — সংস্কৃতি রক্ষা এবং রূপান্তর, অবকাশ সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং কুসংস্কার ও ক্ষতিকর বিষয়গুলি থেকে মুক্তি।

৫.১১ দূরশিক্ষা কর্মসূচীতে গৃহীত পদ্ধতি

—আদানপ্রদান ও সংযোগস্থাপন কর্মসূচী
—মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিক মাধ্যমের ব্যবহার
—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতামালা
—অর্পিত দায়িত্ব এবং পরিচালনা করার জন্য মান নির্ধারণ।
—মুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি/কৌশল

৫.১২ দূরশিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দূরশিক্ষার শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে নিয়ে চলতে হয়। সুবিধাপ্রাপ্তদের প্রত্যেকেরই বয়স, সামর্থ্য, দক্ষতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং মনস্তাত্ত্বিক গঠন ভিন্ন ধরনের। শিক্ষকদের সঙ্গে মুখোমুখি আদান-প্রদান মাঝে মধ্যেই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে সম্ভবত যা করা প্রয়োজন তা হল ঃ

—শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার ভার গ্রহণ করতে পারে

সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে [কিছু কলেজে ইতিমধ্যেই বি.এড. এম.এড এম.এ (শিক্ষা) স্তরে ঐচ্ছিক/বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসূচী আছে]

—পাঠ্য প্রণালীর বিষয়বস্তু/পাঠ্য অধ্যায় লেখকদের শিক্ষণ দেওয়া
—মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া
—শিক্ষাদানের সর্বাধুনিক কৌশল, দৃশ্য-শ্রুতি মাধ্যমের সাহায্য, শিক্ষা প্রযুক্তি, কর্মসূচী নির্দেশ, যোগাযোগ বিজ্ঞান ইত্যাদি তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে হবে।
—তারা আত্মশিক্ষালাভের নানা কৌশল শেখে।
—বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য থেকে ছাত্ররা যাতে শিক্ষার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে, সে বিষয়ে ছাত্রদের উদ্যমী করে তোলার জন্য শিক্ষকদের তৈরী করা
—আদান-প্রদান ও সংযোগ স্থাপন কর্মসূচীর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারে তাদের সমর্থ করা

৫.১৩ বিষয়বস্তু :—

কর্মসূচীর প্রকৃতি ও নমুনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটা অবশ্যই প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়বস্তু হবে।

৬. ছাত্রদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য শিক্ষক তৈরী করা

৬.০১ ভূমিকা

গণতন্ত্রের একটা মূল ধারণা হলো, শিক্ষার্থীর বয়স সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুসারে শিক্ষার সুযোগের সমতা। এটা শুধু শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়, শিক্ষা অর্জনে এবং জীবনে সুযোগের ক্ষেত্রেও এটা বিবেচ্য। সমস্ত সমাজেই শিশুরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের ফারাক বড় রকমের। কিছু অস্বাভাবিক এবং প্রতিবন্ধী শিশু ছাড়াও রয়েছে ব্যতিক্রমী ক্ষমতার শিশু। স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতি আগে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনের শিশু যেমন প্রতিবন্ধী এবং ব্যতিক্রমী সামর্থ্যের শিশুদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিচে সূচিত হল ঃ

৬.০২. প্রতিবন্ধী ও পঙ্গু শিক্ষার্থী —

কোন না কোনভাবে কিছু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার্থীর শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন ঃ

—কথাবলা বা শোনার অসুবিধা সহ শিশু
—দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু
—মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু
—শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু
—আবেগ অনুভূতিজনিত কারণ প্রতিবন্ধী শিশু :
—পড়া ও উচ্চারণে অস্বাভাবিকতায় আক্রান্ত শিশু
—জটিল সমস্যাক্রান্ত শিশু ইত্যাদি

এই শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে মনস্তাত্বিক, শারীরিক, সামাজিক, অনুভূতি প্রবণতা এবং মানসিক গঠনের দিক দিয়ে ভিন্ন প্রকৃতির এবং এদের ভিতরকার প্রত্যেক শ্রেণী অন্য শ্রেণী থেকে আলাদা কারণ প্রত্যেক ধরনের অসামর্থই একটি বিশেষ সমস্যা এবং বৃহৎ একটি কাঠামোর ভিতর থেকে তার নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা দাবি করে।

৬.০৩ উদ্দেশ্য (সাধারণ)

এই শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন। এই শিক্ষকদের জন্য আলাদাভাবে শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী করতে হবে। তারা যে ধরনের শিশুদের শিক্ষণ দেবেন, তাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উদ্দেশ্য হবে। এইরকম ঃ

—পঙ্গুত্বের প্রকৃতি ও কারণ বোঝার জন্য পড়ুয়া শিক্ষকদের সক্ষম করা

—তাদের মনস্তাত্বিক ও সামাজিক গঠনের সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার বিকাশ

—তাদের পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষা দিতে শিক্ষকদের সমর্থ করা

—এই ধরনের শিশুদের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ

—শিক্ষাদানের সহায়ক বস্তু, প্রযুক্তি ও সাহায্যকারী উপাদান তৈরী ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পড়ুয়া শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতা ও দক্ষতা গড়ে তোলা।

—পাঠ্যসূচী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উন্নতি সাধনে তাঁদের সমর্থ করা

—প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং বৃত্তিগত যোগ্যতাসঞ্চারে তাদের সমর্থ করা

৬.০৪. পাঠ্যসূচীর কাঠামো

—সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ

—বিশেষ শিক্ষা (প্রাসঙ্গিক পঙ্গুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে) অবস্থা, সমস্যা ও বিষয়সমূহ

—শিক্ষাদান ও পঙ্গুদের শিক্ষালাভের মনস্তত্ত্ব (বিশেষ ধরনের পঙ্গুত্বের দিকে নজর দিয়ে)

—পাঠ্যসূচী, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মূল্যায়ন।

—পঙ্গুত্বের যে কোন একটি ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান

ব্যবহারিক

—শিক্ষণ পদ্ধতি — একটি বিষয় বা তার বেশি পর্যায় স্তর

—বৃত্তিগত দক্ষতা

—পাঠ্যসূচীর আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ সংগঠন

—ঘটনা— অধ্যয়ন, গবেষণা কাজ এবং কর্মক্ষেত্রে কাজ

—প্রশাসন এবং পঙ্গুত্ব নির্দিষ্ট করার জন্য মনস্তাত্বিক পরীক্ষার ব্যাখ্যা (একটি বিশেষ পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক) আলাদাভাবে বিস্তারিত করতে হবে

৬.০৫. ব্যতিক্রমী সামর্থ্যের শিক্ষার্থী

বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কিছু শিক্ষার্থী আছে যাদের বিশেষ সামর্থ্য গড় মানের অনেক বেশি। তাদের প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল বলা হয়। সাধারণভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতিতে তারা নিজেদের মানানসই মনে করেনা কারণ সেখানে তাদের শিক্ষার চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয় না। তাদের সুপ্ত ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ তারা পায় না বললেই চলে। ফলে তাদের শিক্ষা অবহেলিত থাকে। এরকম শিশুদের যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করতে হবে এবং এই কারণে শিক্ষকদের বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

৬.০৬. লক্ষ্য

প্রতিভাবান/সৃজনশীল শিশুদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

—বিশেষ প্রতিভা এবং ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের প্রতিভা এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতার নির্ণয়ের দক্ষতার বিষয়টি ভাবী শিক্ষকদের মধ্যে গড়ে তোলা
—তাদের সামাজিক-মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম করা
—তাদের বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা সম্বন্ধে অবগত করা এবং তাদের জন্য যথার্থ শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করা।
—শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতির মধ্যেই যথার্থ পাঠ্যসূচী রচনা, শিক্ষণ পদ্ধতি ও মান নির্ধারণ কৌশল রচনায় তাদের সমর্থ করা
—তাদের বিমূর্ত চিন্তা, বৌদ্ধিক ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানে সামর্থ্য বাড়ানোতে উৎসাহিত করা
—তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা লালনে সক্ষম করা
—তাদের যথাযথ সামাজিকীকরণ সুনিশ্চিত করা এবং অহংবোধের ঝোঁকে নিয়ন্ত্রণ দেওয়া।

৬.০৭. পাঠ্যসূচীর কাঠামো

—সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ
—প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিশুর শিক্ষা
—প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিশুর শিক্ষালাভ ও শিক্ষণের মনস্তত্ব
—পাঠ্যসূচী, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মূল্যায়ন

ব্যবহারিক কাজ

—পর্যায় নির্ভর একটি বা দুটি বিষয়ের উপর শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিশ্লেষণ
—বিদ্যালয় ও সামাজিক অভিজ্ঞতা

—সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমুখী কাজ/কাজের অভিজ্ঞতা
—ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ
—নিম্নবর্ণিত বিষয়ের জন্য বিশেষ কর্মসূচী
—সৃজনশীলতার বিকাশ
—বিমূর্ত চিন্তার কলাকৌশল
—যুক্তি ও বিশ্লেষণের বিকাশ
—আত্মশিক্ষার কর্মসূচী
—সামাজিকীকরণ কর্মসূচী
—সামাজিক অনুভূতির বিকাশ

৭. শারীর শিক্ষা

৭.০১. ভূমিকা

শিক্ষাপদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো শারীর শিক্ষা। সবল দেহ, পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ভালো স্বাস্থ্য এবং তীক্ষ্ম মন গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। জীবনীশক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতাপূর্ণ নেতৃত্ব, আনুগত্য এবং জীবন ও পৃথিবীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর চর্চা করার জন্য এই শিক্ষা প্রয়োজন। এই কারণেই প্লেটো, গান্ধী, অরবিন্দ, রুশো, এবং রাসেলের মত মহান শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাবিদগণ এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শারীর শিক্ষায় অন্তর্নিহিত আছে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ঃ

—সামাজিকতা, মান্যতা, কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, মনের সমতা, অন্যদের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক এবং গোষ্ঠী সচেতনতার বিকাশ
—অনুভূতির স্থিতিশীলতা, নিজস্ব আবেগ অনুভূতি এবং উত্তেজনার উপর নিয়ন্ত্রণ
—মানসিক স্বাস্থ্যচর্চা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নির্ভুল বিচার করার সামর্থ্য
—মনঃসংযোগ শক্তির চর্চা
—গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা
—স্নায়ু-পেশীর দক্ষতার বিকাশ
—চরিত্রগঠন ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ

৭.০২. উদ্দেশ্য

শারীরশিক্ষার গুরুত্ব এবং এর বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় নিয়ে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি রেখে রচনা করা প্রয়োজন :

—ছাত্রদের ভালো স্বাস্থ্য ও শারীরিক ক্ষমতা সুনিশ্চিত করা
—সামাজিক গুণাবলী যেমন সহযোগিতা, সামাজিকতা, নেতৃত্ব, আনুগত্য, সহমর্মিতা, কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া, নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদির বিকাশ

আবেগ, অনুভূতির স্থিতিশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানসিক সাম্য এবং আবেগের ক্ষেত্রে পূর্ণতা।

—মানসিক স্বাস্থ্য, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, নির্ভূল বিচার এবং মনঃসংযোগ শক্তির বিকাশ

—অবকাশ উপভোগ করায় তাদের উৎসাহিত করা, আমোদ-প্রমোদমূলক উদ্যোগ সংগঠিত করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

—গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর চর্চা

—তাদের চরিত্র, ইচ্ছাশক্তি ও গতিশীল ব্যক্তিত্বে শক্তিশালী করা

—তাদের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা

৭.০৩. পাঠ্যসূচীর কাঠামো

৭.০৩.১. তত্ত্ব

১. সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ

২. শারীর শিক্ষা ঃ নীতি, সমস্যা ও বিষয়সমূহ

৩. শারীর শিক্ষা-খেলাধূলার মনস্তত্ত্ব

৪. পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান এবং শারীর শিক্ষার মান নির্ধারণ

বিশেষত্ব — নিম্নলিখিত যে কোন দুটি

৫. স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক স্বাস্থ্য

৬. অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং শারীরতত্ত্ব

৭. ক্রীড়া চিকিৎসা

৮. শারীর শিক্ষার সংগঠন ও পরিচালন

৭.০৩.২. শারীর শিক্ষণের চর্চা

—শারীরিক ব্যায়ামের অনুশীলন (পশ্চিমী ও ভারতীয় উভয়ই)

—ভারতীয় ক্রীড়াসহ অন্যান্য ক্রীড়া

— যোগাসন অনুশীলন

—বি.এড কর্মসূচীর মত অন্যান্য বিষয়

(পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় আলাদাভাবে বর্ণনা করতে হবে)

৮. শিক্ষক প্রশিক্ষকের শিক্ষা

৮.০১. ভূমিকা

শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর কার্যকরী রূপায়ণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণ ও শিক্ষকদের নতুনভাবে যে কোন প্রকৃত ও রূপায়ণমূলক কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি ভূমিকা পালন করে।

শীঘ্রই দেশে প্রায় ২০০০ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষক থাকবেন। সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের জন্য এই প্রশিক্ষকরা শুধু প্রাক্ সেবাকালীন ও সেবাকালীন শিক্ষানবীশদের শিক্ষণ দেবেন তাই নয়, অন্যান্য বেশ কিছু কার্যক্রমে নিজেদের যুক্ত করবেন। বস্তুর বিকাশে নতুন নীতি ও কৌশল, নির্ধারনের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের সঙ্গে সুসংহত আদান-প্রদান, শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তোলা, সম্পদ সংগ্রহে দক্ষতা অর্জন এবং অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদারী ব্যক্তিদের প্রয়োজন হবে শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ চালানোর জন্য। অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হবে অত্যন্ত দ্রুত। একইভাবে শিক্ষণ কর্মসূচী ও কৌশলের পরিবর্তন এনে তার কাঠামো তৈরী করবেন শিক্ষক-প্রশিক্ষকগণ। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কাছে বিষয়সমূহকে আরও গভীরভাবে বোঝার আশা থাকবে, বিশেষত তাঁদের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে শিক্ষালাভের জন্য নাম না লেখানো ও মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে জানতে হবে। অঞ্চল নির্দিষ্ট বা ক্ষেত্রনির্দিষ্ট বিষয় ও সমস্যাসমূহ উদ্‌ঘাটন এবং এভাবে শিক্ষাদপ্তর ও সমাজের কর্মাধিকারীদের সাহায্য করার জন্য সমীক্ষা চালানোও জরুরি। এজন্য তাঁদের যথেষ্ট পেশাদারি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

তারা শিক্ষণের সময় এবং পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে এই সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য শিক্ষানবীশদের তৈরী করবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের গুণমানই প্রাক্ সেবাকালীন বা সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের গুণমান নির্ধারণ করবে। যে পেশাদারিত্বের স্তরে শিক্ষক তৈরী করা হবে, তা-ই বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণমান নির্ধারণ

করবে। বিদ্যালয়ের বাস্তবতা সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক আশা আকাঙক্ষার সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সম্পূর্ণ পরিচিতি প্রয়োজন। কেবলমাত্র তা হলেই তারা এই চ্যালেঞ্জিং কাজ সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। পেশাদারিত্বের দিক দিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের নীতি গঠনে, রূপায়ণে এবং কর্মসূচী পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৮.০২. বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি

বিশেষ করে প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মৌলিক স্তরের শিক্ষক তৈরির ক্ষেত্রে সঠিক নিয়োগ-নীতি না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরের জন্য পেশাদারি যোগ্যতার শিক্ষক সাধারণত পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ এ পর্যায়ে শিক্ষণ-প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা ম্যাট্রিক থেকে স্নাতকোত্তর অথবা গবেষণা ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে এমন শিক্ষক-প্রশিক্ষকের দেখা পাওয়া যায়, যারা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের তালিম নিয়েছেন (তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ে এরা তালিম দেওয়ার যোগ্য। অথবা এরকম প্রশিক্ষকেরও দেখা পাওয়া যেতে পারে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক বেশি কিন্তু এই পর্যায়ে তালিম দেওয়ার কোন অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা এদের নেই। প্রাথমিক বা মৌল পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষকরা নিশ্চিতভাবে স্নাতক অথবা আরও উচ্চতর কোন ডিগ্রির। এদের অধিকাংশেরই শধুমাত্র বি এড পর্যায়ে তালিম রয়েছে। এ কারণেই বলা যায় নিয়োগ নীতিতে প্রবল ত্রুটি রয়েছে, শিক্ষণ যোগ্যতা স্তরও সুনির্দিষ্ট নয় এবং প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের জন্য মানানসইও নয়।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও শিক্ষণ কর্মসূচী প্রয়োজন। বর্তমানে, শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরী করার একমাত্র কর্মসূচী হিসাবে গণ্য করা হয় এম. এড-কে/এম. এড-র বেশির ভাগ পাঠ্যসূচী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, এটা শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরীর জন্য রচিত হয় নি। কিছু কর্মসূচী আছে যেখানে গবেষণামুলক প্রবন্ধ রচনার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এই কর্মসূচীর পরিণতিতে আস্থার সঙ্গে গবেষণা পদ্ধতি শিক্ষণ অথবা গবেষণা ও তার বিকাশে পদ্ধতি গ্রহণে উদ্যোগ নেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

এই কর্মসূচীগুলিতে শিক্ষণ পদ্ধতির ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। স্নাতকোত্তর স্তরে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজ চালানোর দক্ষতা সকলেরই থাকা দরকার। পাঠ্যসূচীর বিকাশে, শিক্ষণ সামগ্রীর উন্নতির ব্যাপারটি অবহেলা করা যায় না। একইভাবে, নির্ধারক সামগ্রীর যদি এই পর্যায়ে উন্নতি ঘটানো যায় তবে তা নির্ধারণের প্রশ্নে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা যেতে পারে।

আর একটি ক্ষেত্র যা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা দরকার, তা হল, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো যা একেবারেই সহজপ্রাপ্য নয়, যা প্রশিক্ষক তৈরীর বিভিন্ন উপাদানের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগগুলি, অথবা অগ্রবর্তী অধ্যয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষণ কৌশল; পাঠ্যসূচী বিকাশ, নির্ধারক কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কাজ করতে হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আমাদের কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও উপরে সূচিত পরিস্থিতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

৮.০৩. শিক্ষক প্রশিক্ষকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীকে বিদ্যালয় শিক্ষার গঠন ও কর্মসূচীর সঙ্গে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। একইসঙ্গে, শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শিক্ষণকে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক তৈরীর জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ হতে হবে।

এই বিবৃতি অর্ন্তনিহিত নীতি বি.এড/এম.এড/এম.এ (শিক্ষা)/এম. ফিল স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরীর কর্মসূচী রূপায়ণ ও বিকাশের জন্য এক সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণের দাবি করে।

৮.০৪. শিক্ষক প্রশিক্ষকের সেবাকালীন/ধারাবাহিক শিক্ষা

শিক্ষক প্রশিক্ষকদের ধারাবাহিক শিক্ষার জন্য বর্তমান ব্যবস্থা গুণমান এবং বিষয় বস্তু উভয়দিক থেকেই অপ্রতুল। DIET ও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত মহাবিদ্যালয়গুলি বেশ কিছু সময় ধরে কাজ করছে কিন্তু শিক্ষা ও শিক্ষণের উৎকর্ষের জন্য এখনও অনেক কিছু করতে হবে।

প্রাথমিক/মৌলিক স্তরের সেবাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের কোন নির্দিষ্ট নীতি নির্দেশিকা নেই। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরে বিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কর্মসূচীর প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বেশি জোর দেওয়া যেতে পারে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর ঃ

১. প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরতদের জন্য স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী রচনা

২. যে স্তরে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিচয়মূলক কর্মসূচী

৩. কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অগ্রবর্তী অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রধানত শিক্ষক প্রশিক্ষকদের তৈরী করার প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচয়মূলক শিক্ষণ, পুনঃসংঘটনমূলক শিক্ষণ, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে পরিচিতি, গবেষণা এবং সমীক্ষা, পাঠ্যসূচীর বিকাশ ও শিক্ষণ সামগ্রীর প্রস্তুতি, নির্ধারক কৌশল ও রীতি, শিক্ষা প্রযুক্তি, গণমাধ্যম ইত্যাদি ব্যবহারের উপর আলোকপাত করবে।

৪. বিভিন্ন স্তরে বিশেষ শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরীর প্রতিষ্ঠানগুলি। শিক্ষক প্রশিক্ষক হতে ইচ্ছুক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতকদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা খোলা রাখা যেতে পারে। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে কর্মসূচী, রচিত হবে যাতে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষানবীশদের পরিচয় ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক তৈরী ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে পরিচিত করানোর পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা নেই। এটাই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উপযুক্ত যত্ন না নিতে পারার অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষার গুণমান ও প্রাসঙ্গিকতায় পরিবর্তন আনার জন্য পেশাগতভাবে যোগ্য, দায়বদ্ধ এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপরেই জাতির জন্য শিক্ষক তৈরীর কাজে দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন পর্যায়, স্তর ও শ্রেণীর জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষকরা পেশাগতভাবে শিক্ষক তৈরী করেন এবং তাঁদের উৎকর্ষ ও চরিত্র তাই শিক্ষক প্রশিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষকরা নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবেন। তাই নতুন পাঠ্যসূচীর চাহিদার সঙ্গে যথোপযুক্তভবে সঙ্গতি রেখে তাঁদের শিক্ষায় নতুন দিকনির্দেশ, নতুন রূপরেখা এবং গুণগত মানের উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন।

৮.০৫. উদ্দেশ্যসমূহ

শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শিক্ষার লক্ষ্য নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে ঃ

— শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরীর জন্য ভাবী শিক্ষক প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ দরকার।

— প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বিষয়ে সর্বাধুনিক জ্ঞান সঞ্চার

— ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং তুলনামূলক পরিস্থিতি সম্পর্কিত শিক্ষার উন্নতি সাধন

— জাতির প্রয়োজন ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং ভারতীয় বাস্তবতা সম্পর্কে সমালোচনা ভিত্তিক সচেতনতা

— ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক নতুন শিক্ষাবিজ্ঞান বিকশিত করতে সমর্থ করে তোলা— বিশেষভাবে গরীব ও বঞ্চিত নিপীড়িত জনসমষ্টির জন্য।

— শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং সমাজের চাহিদা ও সমস্যা বোঝা

— ভারতীয় সংস্কৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবনে সমর্থ করা

—দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করে, ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করার সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো
—বিশ্বের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাগত উন্নতি সাধন প্রয়োজন
—ভারতের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগানোর জন্য তাদের ক্ষমতাবান করে তোলা
—শিক্ষা এবং সমাজের অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থবহ শিক্ষাগত গবেষণা চালানোর জন্য তাদের সমর্থ করে তোলা
—ভারতীয় সংবিধানে বিবৃত মূল্যবোধ আত্মস্থ ও সঞ্চারিত করতে সমর্থ হওয়া
—বর্তমান ভারতীয় সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্য ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিকশিত করা
—একঘেঁয়েমি ও সেকেলে হয়ে পড়ার রোগ দূর করার জন্য আজীবন শিক্ষাগ্রহণের আকাঙ্খা বিকশিত করা
—আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভারতীয় পরিস্থিতিতে উদ্ভাবনীচর্চার প্রশংসা এবং তা গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরী করা
—ভারতীয় পরিস্থিতিতে জ্ঞানের পুনর্গঠনে তাদের সমর্থ করে তোলা

উল্লিখিত লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়িত করতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচীর কাঠামো তৈরী করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যা অন্যান্য স্তর ও পর্যায়ের সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে খাপ খাইয়ে নেবে।

৮.০৬. পাঠ্যসূচীর কাঠামো

আবশ্যিক

—শিক্ষার দর্শন (ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য)
—শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্যা
—শিক্ষার মনস্তত্ব (জীবন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর গবেষণা যা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলিসহ)
—তুলনামূলক শিক্ষা (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা)
—গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞান (আবশ্যিক এবং বিশেষ বিষয়ের আলোকে গবেষণা পদ্ধতি শেখানো যেতে পারে)—
—গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা — শ্রেণীকক্ষের বাইরে

ব্যবহারিক কাজ, এর সঙ্গে বিশেষ কর্মসূচী নিম্নোক্তভাবে নেওয়া যেতে পারে

বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধীয়

—মনস্তাত্বিক পরিষেবা

—শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, অর্থ এবং পরিকল্পনা
—শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা
—শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাগত প্রযুক্তি
—বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
—এক অথবা দুটি বিষয়
—পাঠ্যসূচীর উন্নতি, পরিচালন এবং মান নির্ধারণ
—বিশেষ শিক্ষার চাহিদাসহ শিশুদের শিক্ষা
—শিক্ষাগত পরীক্ষানিরীক্ষা
—বিকল্প শিক্ষা

৮.০৭. রূপরেখা

পাঠ্যসূচী রূপায়ণে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সম্ভাব্য রূপরেখা এরকম হবে ঃ

—সামাজিকভাবে জ্ঞাত ও সচেতন হবে
—শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনর্গঠিত করার সামর্থ্য থাকবে
—শিক্ষার উপর সমাজের প্রভাব অথবা সমাজের উপর শিক্ষার প্রভাব বুঝতে সমর্থ হবে
—যে শক্তি ও উপাদানগুলি শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি করছে সেগুলো বুঝতে সমর্থ হবে
—শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিচ্ছিন্নতা কাটাতে সমর্থ হবে
—শিক্ষক প্রশিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে
—শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট থাকবে
—শিক্ষায় অর্থবহ গবেষণায় মনোনিবেশ করতে সমর্থ হবে
—শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার ভারতীয়করণে সমর্থ হবে
—প্রাসঙ্গিক শিক্ষাবিজ্ঞান বিকাশে সমর্থ হবে
—দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞানের পুনর্গঠনে সমর্থ হবে।
—প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে সমর্থ হবে
—শিক্ষক শিক্ষণে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য ক্ষমতা অর্জন করবে
—ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সমর্থ হবে।